ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 August 2021 ■ আগরতলা ৪ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৮ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছামনু সীমান্তে জঙ্গীদের সাথে গুলির লড়াইয়ে দুই বিএসএফ জওয়ান শহিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ছামনু জঙ্গীদের সাথে এনকাউন্টারে বিএসএফের দুই জওয়ান শহিদ হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ধলাই জেলার ছামনু থানাধীন বিএসএফ ৬৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের আরসি নাথ বিওপি-র জওয়ানরা ভোরে সীমান্তে পেট্রোলিং করার সময় জঙ্গীদের হামলার মুখে পড়েন। তখন বিএসএফ জওয়ানরা পাল্টা গুলি ছুঁড়েন। কিন্তু জঙ্গীদের অতর্কিত হামলায় দুই বিএসএফ জওয়ান এসআই ভুরু সিং এবং কনস্টেবল রাজ কুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, জঙ্গীরা বিএসএফ জওয়ানদের কাছ থেকে একটি এ কে ৪৭ রাইফেল এবং বেরেটো রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

গুলিযুদ্ধে শহিদ দুই বিএসএফ জওয়ান।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো আজ সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ধলাই জেলার ছামনু থানাধীন বিএসএফ-এর ৬৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের আরসি নাথ বিওপি-র জওয়ানরা ইন্দো-বাংলা সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। তখন সশস্ত্র জঙ্গীরা বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা করে। তাঁদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে। এতে দুই বিএসএফ জওয়ান এসআই ভুরু সিং এবং কনস্টেবল রাজ কুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। তাঁর দাবি, ঘটনাস্থলে রক্তের ছাপ দেখে নিশ্চিত জঙ্গীরাও আহত হয়েছে। কিন্তু তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। জঙ্গীদের সন্ধানে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ওই দুই জওয়ান জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করে শহিদ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আর কিছু দিনের মধ্যে ত্রিপুরায় সারা দেশের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই বিএসএফের কঠোর নজরদারি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আজকের এই ঘটনা রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অতীতে ত্রিপুরা উগ্রপন্থার কালো অধ্যায় দেখেছে। বহু নিরীহ মানুষ এনএলএফটি এবং এটিটিএফ জঙ্গিদের গুলির নিশানা হয়েছেন। রক্তে ভিজেছে ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়। আজকের এই জঙ্গী হামলা আবারও পুরনো দিন মনে করে দিয়েছে।

ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি জঙ্গীদের এধরনের কাপুরুষোচিত হামলা বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, জওয়ানদের ওই আত্ম বলিদান বৃথা যাবে না। সারা দেশ বীর শহিদদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিহত করতে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার, বললেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। সীমান্ত এলাকায় পেট্রোলিং-এর দায়িত্ব পালনের সময় সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে দু'জন বি এস এফ জওয়ানের নিহত হবার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বিরোধী দলনেতা এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, বি এস এফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের দেওয়া প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে ধলাই জেলার অন্তর্গত ছাওমনু থানা এলাকায় আজ সকাল সাড়ে ছয়টায় এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের সহকর্মী এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।এই ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সন্ত্রাসবাদী শক্তির পুনর্গঠনের প্রবনতা ও আক্রমণ জনিত কার্যকলাপ প্রতিহত করতে ত্রিপুরা সরকারের দিক থেকে দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার গোবিন্দবাড়ী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফ জওয়ানদের ওপর বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদী বাহিনী এন এল এফটি'র আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এ আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে। এ আক্রমণে ২ জন জওয়ান নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন। দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা তুলে নিয়ে গেছে। রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যব্যাপী জোরদার হচ্ছে মাধ্যমিক ও দ্বাদশে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ তেলিয়ামুড়া, ৩ আগস্ট।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল করা ছাত্রদের তুমুল বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। রাজধানী আগরতলা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যেই বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করেছে।

উদয়পুর কে.বি. আই স্কুলের এবছর ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার-২০২১ -এ মোট পরীক্ষার্থী ছিলো ১৫০ জন। তাদের মধ্যে মাএ ৬২ জন ছাএ পরীক্ষায় পাস করেছে।বাকীরা পাস করতে না পারায় মঙ্গলবার অকৃতকার্য ছাএরা রমেশ চৌমুহনীতে উদয়পুর সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে , এই সংবাদ শুনে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ ,রাধা কিশোর পুর থানার ওসি রাজীব দেবনাথ অবরোধ স্থলে এসে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর,মহিলা পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হয়।

পথ অবরোধের স্থলে গিয়ে ছাএদের পথ অবরোধ মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ গোমতী জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিদের খবর দেওয়া স্বত্তেও প্রায় এক ঘন্টা পর শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি -জে ভি রিয়াং ঘটনাস্থলে এসে পথ অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে অবরোধ মুক্ত করেন।এদিকে ছাএদের বক্তব্য যেখানে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি সেখানে ফেলের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রী আগেই এই কথা ঘোষণা করেছেন। সবাইকে পাস করানোর দাবি জানানো হয়। জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে চার পাশে বহু যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়।।পথ চলতি জনগনের মধ্যে অসুস্থ রোগী, বৃদ্ধ -বৃদ্ধাদের ভীষন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।।এদিকে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ মুক্ত করায় অনেকেই ও এস ডি জে ভি রিয়াংয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের পথে নামিয়ে এবার পাহাড়ি এলাকার স্কুলগুলোতেও মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হাজির হল এক দল রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন।তেলিয়ামুড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের দেখানো পথ ধরে এবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা বলে পরিচিত মুঙ্গিয়াকামিতে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসলো মাধ্যমিকের অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা। পরে দীর্ঘ ২ ঘন্টা পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

খবরে প্রকাশ, রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো তেলিয়ামুড়াতে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই অকৃতকার্য ছাত্র ছাত্রীরা পথ অবরোধ করে। তাদের দাবি তাদের সকলকে পাস করিয়ে দিতে হবে। মঙ্গলবার একই দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের ফলাফলে অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ধরণা শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে, পিটিয়ে তাড়াল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র- ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার আগরতলায় শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অবরোধ আন্দোলন সংঘটিত করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই।ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজ্য সরকার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছিল মূল্যায়নের মাধ্যমে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী কে পাস করিয়ে দেওয়া হয়নি। আবার অনেকে আশানুরুপ নম্বর পায়নি। বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ দিনের-পর-দিন ক্রমশ বাড়ছে। ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই এই ইস্যুতে আন্দোলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ, স্কুলে তালা ঝোলানো সহ নানা ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। মঙ্গলবার বেশ কিছু সংখ্যক অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী প্রথম মান্নাতের বাড়ির সামনে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সেখান থেকে উঠে যাওয়ার জন্য পুলিশের তরফ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা অবস্থানে অনড় থাকে। তারা দাবি জানায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

আগরতলা শহরের বাদুরতলা চৌমুহনীতে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ এর বাড়ির সামনে যখন আন্দোলন চলছিল সেই খবর পেয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাজীব সিনহা সহ অন্যান্যরা আন্দোলন ছুটে যান। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিরোধী সিনহা বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা স্কুলপড়ুয়া কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উপজাতি গৃহবধূর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সাবরুমে এক গৃহবধূকে রাবার বাগানে একাকী পেয়ে দশম শ্রেণীর এক যুবক যৌন লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২২ বর্ষীয় এক উপজাতি রমণী অন্যান্য দিনের মতোই বাড়ির পাশের রাবার বাগানে রাবার সংগ্রহ করতে গেলে পার্শবর্তী এলাকার দশম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র ঐ উপজাতি রমণীকে পেছন দিক থেকে ঝাপ্টে ধরে পরনের মেক্সি ছিড়ে ফেলে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। গৃহবধূ চিৎকার করতে থাকে এবং কোনক্রমে তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ আগস্ট।। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিশালগড় বাজার এলাকায় জেলা শাসকের নির্দেশে সিপাহীজলা চাইল্ড লাইন ও লেবার ইন্সপেক্টরের যৌথ উদ্যোগে বিশালগড় বাজারে বিভিন্ন গ্যারেজে অভিযান চালায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সিপাহীজলা জেলা শাসকের কাছে খবর আসে যে বিশালগড় বাজারের বিভিন্ন গ্যারেজে ছোট ছোট নাবালক শিশু গ্যারেজে কাজ করছে।

তাই মঙ্গলবার চাইল্ড লাইন কর্মীরা এবং লেভার ইন্সপেক্টরে উদ্যোগে হানা দেয় এবং প্রথমবারের মতো গ্যারেজের মালিকদের সতর্ক করেন। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা আগামী দিনে যাতে কোনো ধরনের ছোট ছোট নাবালক দোকানে রাখা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করে যান। এবং পরবর্তী সময়ে যে সকল ছোট ছোট শিশুরা দোকানে কিংবা গ্যারেজে কাজ করছিলেন তাদের পরিবার হাতে তুলে দেন।

রেগার মজুরী না পেয়ে শান্তিরবাজারে ভিলেজ কার্য্যালয়ে তালা দিল শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত তুরুমা এডিসি ভিলেজের লক্ষীছড়া ভিলেজ কার্য্যালয়ে তালা ঝুলালো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় লক্ষীছড়া ভিলেজ কার্যালয়েরঅধীনে বসবাসকারী অধিকাংশ রেগার শ্রমিক দীর্ঘ ১ মাস যাবৎ রেগার কাজের মজুরি পাচ্ছেননা। টাকা না পাওয়ার কারন জানতে আসলে ভিলেজ কার্যালয় থেকে কোনোপ্রকার সৎউত্তর পাননা বলে অভিযোগ। অবশেষে ভিলেজ কার্যালয়ের জি আর এস ও সেক্রেটারির নিকট উনারা জানতে পারেন রেগার কাজের লিষ্ট থেকে শ্রমিকদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এইকথা জানার পর মঙ্গলবার ভিলেজ কার্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী একত্রিতহয়ে ভিলেজ কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে জি আর এস ও সেক্রটারিকে তালা বন্দী করে রাখলো। এই খবর জানার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস সহ বাইখোড়া থানার আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। অবশেষে বিডিও রূপন দাস ঘটনার তদন্তকরার আশ্বাস দিলে ভিলেজ কার্যালয় তালা মুক্ত করলো এলাকাবাসী। এইনিয়ে এলাকাবাসী জানান উনাদের প্রাপ্য মজুরী ফিরে দেওয়া হোক। অপরদিকে এই ঘটনার বিবরন জি আর এস এর নিকট জানতে চাইলে উনারা জানান রেগার কাজ চলাকালিন সময়ে কাজের জায়গায় সব সময় উপস্থিত থাকা সম্ভবহয়ে উঠেনা।

ব্লকে থেকে জি আর এস দের রেগার কাজ দেখার জন্য দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে। কিন্তু জি আর এস এর কথায় স্পষ্টভাবে বুঝাযায় উনারা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনকরেছা। যারফলে বিপাকে পরতেহচ্ছে সাধারন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের বাড়ির সামনে পর্ষদের ফলাফলে অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

ফের অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়তে চলেছে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ আগস্ট।। কথা দিয়ে কথা রাখেনি ত্রিপুরা সরকার। বর্তমানেও মিজোরাম সরকারকে পন্য সামগ্রী ও জ্বালানি সরবরাহ করে সাহায্য করছে ত্রিপুরা।তাই পুনরায় অর্থনৈতিক পথ অবরোধর ডাক দিলেন অসমের বরাক উপত্যকার জনগন। আগামীকাল কাল থেকে পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করার হুঙ্কার।

সম্প্রতি অসমের বরাক উপত্যকার তিনটি সীমান্তে মিজো আগ্রাসন করে আসছে। অসমের মাটি জবরদখল করে যুদ্ধ সদৃশ্য পরিবেশ তৈরি করেছে মিজো পুলিশ ও দুষ্কৃতকারীরা।তা নিয়ে ২৬ জুলাই বরাক উপত্যকার শিলচরের লায়লাপুরের মিজোরাম সীমান্তে মিজো পুলিশ ও দুষ্কৃতিকারীর গুলিতে অসমের ছয় জন পুলিশ কর্মী এবং একজন অসমের নাগরিক নিহত হয়েছিলেন।

আহত হয়েছিলেন যাটেরও অধিক। বর্তমানে এখনও থমথমে পরিস্থিতি বরাকের তিনটি অসম মিজোরাম সীমান্তে।এরই প্রতিবাদে করিমগঞ্জ জেলার মেদলিছড়া সীমান্ত দিয়ে সম্পূর্ণ মিজোরামে যাওয়া লরি বন্ধ করে দেয় অসম প্রশাসন সহ সানীয় জনগণ ও বিভিন্ন দল সংঘটন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন পরীক্ষার দাবীতে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন কলেজ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। করোণা পরিস্থিতিতে কলেজগুলির ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা অফ লাইনের পরিবর্তে অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যের কলেজগুলিতে অনলাইন পরীক্ষা দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে দেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়া রীতিমতো সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঠন পাঠন লাটে উঠেছে। স্কুল কলেজে ক্লাস করাতে না পারায় অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অনলাইনে অনেকের ক্ষেত্রেই শিক্ষা গ্রহণ কষ্টকর। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তৃণমূলের সরকার গঠন অলিক কল্পনা, বিদ্রুপ করলেন বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। অলিক কল্পনা। তৃণমূলের ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের দাবিকে এভাবেই বিদ্রুপ করলেন বিজেপি বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় তিন বছরের উন্নয়ন তৃণমূলের চোখে ঠেকছে না। কারণ, তাঁরা এখন ত্রিপুরায় সরকার গঠনে নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বামেদের সাথেও ঘর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গতকাল তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা সফরে এসে বিজেপি জোট সরকারকে গালমন্দ করে গেছেন। তারই জবাব আজ দিয়েছে বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী দাবি করেন, ত্রিপুরায় গত তিন বছরে ধারণাতীত উন্নয়ন হয়েছে। বামেদের ফেলে যাওয়া ঋণ পরিশোধ শুধু নয়, তাঁদের পাপের বোঝাও বইতে হচ্ছে আমাদের।

তাঁর কথায়, বামেদের ভুলে আদালতের রায়ে ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল হয়েছে। অথচ, তার দায়ভার বিজেপি জোট সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, অভিষেকবাবু না জেনে ওই চাকুরী বাতিলের দায় আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তিনি বলেন, বামেদের পাপের বোঝা বইতে গিয়ে বিজেপি জোট সরকার ওই চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। যাঁরা চাকুরীর পরীক্ষায় টিকবেন না, তাঁদের জন্যও বিকল্প ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তিন বছরে একটি রাজনৈতিক খুন হয়নি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে যে তৃণমূল বদলা নয় বদলের শ্লোগান দিয়েছিল আজ তাঁদের রাজত্বে হাজার মানুষ খুন হচ্ছেন। লক্ষাধিক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নিয়ে সওয়াল করছেন, কটাক্ষ করেন তিনি।

রতন বাবুর দাবি, ত্রিপুরার কাঠাল, আনারস আজ বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আগর গাছ ত্রিপুরার বিকল্প অর্থনীতি হচ্ছে। অথচ, তৃণমূলের এসব চোখে ঠেকছে না। কারণ, সিপিএমের সাথে গলা মেলাতে চাইছে। তাঁর মতে, ঢাল তলোয়ারহীন সংগঠন নিয়ে বিজেপির সাথে লড়াইয়ের জন্য সিপিএম কিংবা কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া টিকে থাকা সম্বব হবে না। তবে, বামেদের এবং কংগ্রেসের সমর্থন নিয়েই ত্রিপুরায় সরকার গঠন অলিক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, তৃণমূলের নেতৃত্ব মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ, ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নামা রাজনৈতিক মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর কটাক্ষ, স্বপ্ন দেখতে আমরা বাধা দিতে চাই না। তাই, তৃণমূলের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। ত্রিপুরায় আসুন এবং অতিথি দেব ভব: নমুনা দেখে যান। তবে, উন্নয়নের ধারা আটকানোর চেষ্টা করবেন না, হুশিয়ারী দিয়ে বলেন তিনি।

নিরীহ যুবককে মারধরের প্রতিবাদে কৈলাসহরে অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ভগবান নগর এলাকায় যুবককে বেধড়ক মারধর করার প্রতিবাদে এলাকাবাসী দীর্ঘক্ষন কৈলাশহর ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। আহত নিরীহ যুবককে প্রথমে কৈলাশহর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কৈলাসহরের গাড়ি সিন্ডিকেটের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে ভাগবান নগর এলাকার নিরপরাধ আলমাস আলীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মারধর করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা ভাগবান নগর এলাকায় কৈলাসহর- ধর্মনগর রাস্তা অবরোধ করেন। গ্রামবাসীরা জানায়, কৈলাসহর শহরের গাড়ি সিন্ডিকেটের শ্রমিকরা সকাল দশটা নাগাদ চার গাড়িতে প্রায় চল্লিশ জন শ্রমিক একত্রিত হয়ে ভাগবান নগর এলাকায় হঠাৎ করে এসে আলমাস আলীর বাড়ির সামনে এসে তাকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসলে শ্রমিকরা পালিয়ে যায়। জানা গেছে গ্রামের মানুষ তাদের পিছু ধাওয়া করলে শ্রমিকরা দুটি গাড়িতে উঠে পালিয়ে যায় এবং দুইটি গাড়ি এলাকায় রয়ে গেছে।

চারটি গাড়ির মধে উত্তেজিত গ্রামবাসীী গাড়ি দুটোকে ভাংচুর করে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসী কৈলাশহর ধর্মনগর পথ অবরোধ করেন। গুরুতর জখম হওয়া আলমাস আলীকে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আলমাস আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়াতে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক আলমাসকে আগরতলায় রেফার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৮৫ ▫ ৪ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ১৮ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অশনি সংকেত

সন্ত্রাসী কার্যকলাপরাজ্যের মাটিতে ফের মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে সন্ত্রাসবাদীরা। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কাছে বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। প্রায় দুই দশক পর রাজ্যে বৈরী অ্যাম্বুশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক অফিসার সহ দুই জন প্রাণ হারাইয়াছেন। লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র। ইহা খুবই অশনি সংকেত। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছিল। বর্তমানে নতুন করিয়া সন্ত্রাসবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠিতে শুরু করিয়াছে। মঙ্গলবার সাতসকালে ধলাই জেলার মানিক পুর থানা এলাকার আর সি নাথ বিওপি এলাকায় দেওয়ার সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৬৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের লক্ষ্য করিয়া অতর্কিতে হামলা চালায় নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী সংগঠন এন এল এফ টি। জানা গিয়াছে অন্যান্য দিনের মতোই বিএসএফের জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকার রাস্তা দিয়া টহলে বাহির হইয়াছিল। পার্শবর্তী জঙ্গলে বৈরীরা আগে থেকেই এম্বুস করিয়া বসিয়াছিল। জওয়ানরা যখন নিয়মমাফিক বাহির হয় তখন ঐ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া অতর্কিত গুলি চালায় বৈরীরা। তত্ত্ব বুলেটে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে বিএসএফের এক সাব-ইন্সপেক্টর এবং অপর এক কনস্টেবল। তাহাতে মুহূর্তেই তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর বিএসএফ এবং পুলিশ বুড়িদের সন্ধানের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখিলেও নীট ফল শূন্য। সীমান্ত এলাকায় বৈরী হামলায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে বৈরীরা সীমান্ত এলাকায় অবস্থান পরিবার সংবাদ গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ছিল না কেন? মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ এর ওপর বৈদিদের হামলার ঘটনার পর গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে নতুন করিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই ঘটনার জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে বহুলাংশে দায়ী করাা হইয়াছে। কেননা বৈরীরা গত কয়েকদিন ধরিয়াই ওইসব এলাকায় আনাগোনা করিতেছিল বলিয়া খবর। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা সক্রিয় থাকিলে এই খবর অনায়াসে জানা যাইত। বিএসএফের জওয়ানদের এইভাবে ভরে প্রাণ দিতে হইত না। আজকের এই ঘটনার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতাকে দায়ী য করা অমূলক নয়। সামনে ১৫ ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সন্ত্রাসবাদীরা স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রাখিয়া হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করিয়া তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রাখিয়া সন্ত্রাসবাদীরা ফের যেকোনো সময় বড় ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হইতেছে। খোঁজ খবর নিয়া যতদূর জানা গিয়াছে, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যেই কাজ ও খাদ্যের সংকট চরম আকার ধারন করিয়াছে। পিছাইয়া পড়াা উপজাতি অংশের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে পুজি করিয়া প্রত্যন্তত অঞ্চল গুলি হইতে সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করিয়া সদস্যপদ সংগ্রহ করিতে শুরু করিয়াছে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈরীরা তাহাদের সংগঠন আরো চাঙ্গা করিবার চেষ্টাা শুরু করিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে এইসব সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ এর নেপথ্যে একাংশের রাজনৈতিক দলের মদত রহিয়াছে। এ যাত্রায়ও যদি সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপে রাজনৈতিক মদত থাকে তাহা হইলে এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর কিছুই থাকিবে না । অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে রাজনৈতিক দলগুলিকে শিক্ষা নিতে হইবে। দেশবিরোধী রাজ্য বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে সোচ্চার হইতে হইবে। অতীতে এই রাজ্যে যে ভাবে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সংগঠিত হইয়াছে তাহা একদিকে যেমন বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করা যায় নাই। একথা স্বীকার করিতে হইবে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হইল শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ। শান্তিতি সম্প্রীতি বজায় না থাকিলে উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব হইবে না। উপজাতি জনগণকেও বুঝিতে হইবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে, উপজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করিতে হইলে, জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে চাইলে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে না। ছাতিম ত্রিপুরা গঠনের জাত্যাভিমানী স্লোগানে উদ্বুদ্ধধ হইলে উপজাতিদের এই চরম সর্বনাশ হইবে। যেসব ঘরের ছেলেমেয়েরা সন্ত্রাসবাদি শিবিরে যোগ দিয়াছে তাহাদের বাড়ি ঘরে ফিরাইয়া আনিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কোন ধরনের নরম মনোভাব পোষণ করিলে চলিবে না। রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দল-মত ইত্যাদির উর্ধে উঠিয়া এই ধরনের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। তাহাতে সার্থকতা মিলিবে।

মেটেলি চা বাগান থেকে প্রায় ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মেটেলি, ৩ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানের ২২ নম্বর লাইন থেকে চা বাগান থেকে প্রায় ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ওই অজগরটি উদ্ধার হয়। জানা গেছে, এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার একটি ছোট গাছে ওই অজগরটি দেখতে পায়। খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় চালসার সর্পপ্রেমী দিবস রাইকে। দিবস সেখানে গিয়ে অজগরটি উদ্ধার করে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যায়। দিবস জানান, অজগরটি সুস্থ থাকায় সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজারহাটে টোটো চালকের মৃত্যু ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার এক

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি. স.): বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই ফের খাস কলকাতায় রহস্য মৃত্যু। এরই মাঝে বেশ কিছুদিন আগেই রাজারহাটে এক টোটো চালকের রহস্য মৃত্যু ঘটে। অবশেষে টোটো চালক মৃত্যু ঘটনায় গ্রেফতার এক। ধৃতকে মঙ্গলবার তোলা হবে আদালতে।

একেই বর্তমানে শহরবাসী ভুগছে করোনা আবহে। তারই মাঝে সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে লকডাউন চলছে রাজ্যজুড়ে। এই পরিস্থিতির মাঝেই বেশ কিছুদিন আগে নারায়ণপুরের বাসিন্দা টোটো চালক মহাম্মদ কৌসার আলির মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল রাজারহাট থানার পুলিশ। ওই টোটো চালকের দেহ উদ্ধারের পর থেকেই অভিযোগ উঠেছিল তাকে খুন করা হয়েছে। এরপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশের কাছে এক ব্যাক্তির নাম উঠে আসে। অবশেষে সোমবার গভীর রাতে হাওড়া থেকে নুর আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রাজারহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হবে।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ দমকল সদর দফতরের সামনে

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে বিধি-নিষেধ। কিন্তু এই পরিস্থিতির মাঝেই মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দমকলের সদর দফতর। চাকরির দাবিতে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ দমকল সদর দফতরের সামনে।

করোনা আবহের মাঝেই হঠাৎই এদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল দমকলের সদর দফতর। দমকল সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ দমকল জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। কিন্ত ৬ মাস হয়ে গিয়েছে তবুও নিয়োগ করা হচ্ছে না। যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগের দাবি নিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখায় চাকরিপ্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দমকলের সদর দফতর। ইতিমধ্যেই চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ সরানোর চেষ্টা করছে দমকল কর্মীরা।

নোবেল পুরস্কারের দাবিদার কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. বিমলকুমার শীট

বিশ্বে গবেষকরা প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। ফলে আবিষ্কার হচ্ছে নিত্যনতুন কিছু। এই গবেষণায় যুক্ত থাকেন এক বা একাধিক মানুষ। গবেষমার ফলে যাঁদের পুরষ্কার জোটে, তাঁদের স্থান হয় বিশ্ব ইতিহাসে। যাঁদের পুরষ্কার জোটে না তাঁদের কথা কেউ জানতে পারেন না। প্রচারের আলো থেকে তাঁরা দূরে থেকে যান। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন পানিহাটির কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারের বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী ও বিপ্লবী। ইনি ব্রিটিশ ভারতের নোবেলজয়ী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রোনাল্ড রসের সহ গবেষক ছিলেন।

কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ সালে কলকাতা শহরে এন্টালি পাড়ায় মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষক। পিতামহ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন খ্যাতনামা আয়ুর্বেদাচার্য। সেই সঙ্গে তিনি সংখ্য দর্শনে পারঙ্গম ছিলেন। পানিহাটিতে তাঁদের বসতবাটি ছিল। আয়ুর্বেদাচার্য বিশাল বসত বাড়িটির নাম ছিল 'নিলামবাটি'। পরবর্তীকালে বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। বর্তমানে বাড়িটিতে 'নিলামবাটি' নাম ফলক থাকলেও এই পরিবারের সদস্যরা পানিহাটির বাইরে বসবাস করেন।

কিশোরীমোহন পানিহাটিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর তাঁকে তাঁর মামারবাড়িতে ইংরেজি স্কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষাতে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করতেন। মামারবাড়িতে থেকেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। এই সময় রোনাল্ড রস প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে থাকাকালীন তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন। তিনি এদেশীয় একজনকে খুঁজছিলেন তাঁর পরীক্ষাগারের সাহায্যকারী হিসেবে। তাই তিনি পরীক্ষার ফলাফল ও সমাজ সেবামূলক কাজকর্মের অভিজ্ঞাতা রয়েছে এমন ছাত্রদের ইন্টারভিউ নিলেন এবং এদের মধ্যে সফল ব্যক্তি কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কাজে নিয়োগ করেন। পানিহাটি থেকে রোনাল্ড রসের মহানাদ গবেষণাগারে যাওয়ার সুবিধা ছিল। কিশোরীমোহন পানিহাটি সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল থেকে জ্বরে আক্রান্ত রোগীগের রোনাল্ড রসের কাছে নিয়ে যেতেন। তবে রোগীদের

রোনাল্ড রসের কাছে নিয়ে যেতেন তবে রোগীগের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কিশোরীমোহন ঠাকুরদার রোগী। তিনি নিজেও তাঁর নবলব্ধ বিজ্ঞানের শিক্ষা ও ঠাকুরদার আয়ুর্বেদের ওষুধের সঙ্গে সামঞ্জস্য খোঁজার প্রয়াস করতেন। আর এই ওষুধের মেলবন্ধন তদানীন্তন ইউরোপীয় ডাক্তারদের কিশোরীমোহনের প্রতি আগ্রাহান্বিত করেছিলেন।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন। ম্যালেরিয়া হল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের একটি মশাবাহিত সংক্রামক রোগ। ১৭৫১ সালে টর্টি এই ম্যালেরিয়া শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ইত্যালিয় শব্দ Mal (অর্থ-দূষিত) ও aria (অর্থ-বায়ু) হতে Malaria শব্দটি এসেছে। এই রোগটি ক্রান্তীয় অঞ্চল, উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং সাহারা নিম্ন -আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকা অঞ্চল সহ বিষুবরেখা ঘিরে ব্যাপক বিস্তৃত। তখন মানুষ মনে করত দূষিত বায়ু সেবনে এই রোগ হয়। রোনাল্ড রস তাঁর পরীক্ষায় এ সব কিছু বাতিল করে বলেন, সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশার কামড় এই রোগ হয়। যার জন্য তিনি ১৯০২ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রোনাল্ড রসের সহযোগী। তাই রোনাল্ড রস এই পুরস্কার পাওয়ার পর কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের এক প্রতিনিধি দল কালাজ্বরের আবিষ্কর্তা প্রখ্যাত চিকিৎসকর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলগভর্ণনর জেনারেল লর্ড কার্জনের সঙ্গে দেখা করে কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করার অনুরোধ জানান, আর ওই প্রতিনিধি দলেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নতা শিবনাথ শাস্ত্রী, ভারতসেবার প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এরপর লর্ড কার্জন বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের গোচরে আনেন। ফলে দিল্লি দরবারের সময়ে দিল্লিতেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ১৯০৩ সালে ডিউক অফ কনট কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সপ্তম অ্যাওয়ার্ড স্বর্ণপদক তুলে দেন। পরবর্তীকালে কলকাতার সেনেট হলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে থেকে কিশোরীমোহনকে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী বয়কট আন্দোলনের ফলে বাংলা তখন উত্তাল। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিক্ষক ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক প্রভৃতি প্রায় সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। এদিকে রোনাল্ড রস স্বদেশে চলে যাবার পর কিশোরীমোহন ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে বাংলায় গ্রামে গ্রামে প্রচারে নিজেকে সঁপে দেন। সেই সূত্রে ডা. বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে শামিল করে দেন। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন আন্দোলনকারীদের বার্তাবাহক হয়ে ওঠেন। গ্রামগঞ্জের তখন আবালবৃদ্ধবনিতা ম্যালেরিয়াতে ধুঁকছে। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষকে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কিশোরীমোহন ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্য গ্রামে-গঞ্জে স্লাইড প্রদর্শন শুরু করলেন। স্লাইড তৈরিতে তাঁকে সাহায্য করলেন ভারতের প্রথম ভ্রাম্যমান ফটো-আর্টিস্ট শিল্পী লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী।

এদিকে ১৯২২ সালে গান্ধিজি গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরা ঘটনার দরুন অহিংসা অহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তরুন ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় কিশোরীমোহন, ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতার কর্তা নিযুক্ত হন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে ডা. বিধানচন্দ্র রায় জয়লাভ করেছেন।

বহু শতাব্দী ধরে ভারতে ম্যালেরিয়া এক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। উনিশ শতক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১/৪ অংশ মানুষ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল। বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলার মতো রাজ্যেয় ত্রিশোর দশকে দেশে জীদবনের এমন কোনও দিক নেইয যা ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত ছিল না। অর্থনীতির উপর এই রোগের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত কিশোরীমোহননের ধন্যাজ্ঞান ছিল ম্যালেরিযার বিরুদ্ধে প্রচার। ম্যালেরিয়া বিরোধী অভিযানে তিনি গ্রামাঞ্চলের দুস্থ ররিব চাষি, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমোরদের অবস্থার প্রতিকার হিসেবে পানিহাটির কয়েকজন বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্থাপন করেন পানিহাটির কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, যা বর্তমানে একটি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিলেত থেকে মিলের কাপড় এদেশে আসায় তাঁতিরা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মিলের কাপড়ে মশারি তৈরি করা যেত না। ফলে গরিব লোকেরা ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যেত। এ নিয়ে কিশোরীমোহনের চিন্তার অন্ত ছিল না। সমাজকর্মী এই ব্যক্তিটিকে সম্মান জানিয়ে পানিহাটি শহরে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে কিশোরীমোহন ব্যানার্জি রোড। ১৯২৯ সালে তিনি ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হৃদরোগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতা জরুরি আকারনেওয়ার পূর্বে সাবধান হওয়া যায়।বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া সামাজিকহৃদযন্ত্রের সাধারণ কিছু লক্ষণ প্রকাশঘটলে তার চিকিৎসা করে হৃৎপিণ্ডকেএগারিকাস ৩০' অথবা ২০০ প্রয়োগকরতে হবে। ক্ষীণ রক্ত সঞ্চালন যুক্তবৃদ্ধদের জন্য ৩০ শক্তির ওষুধ প্রতিদিন তিনবার করে অবস্থা ভেদে দু'বার খাওয়া চলে। প্রয়োজনে ১০০ শক্তির ওষুধ দিতে হবে।

২, ডিস্‌পেপশিয়া রোগী যখন প্যালপিটেশনে ভোগে এবং ওই প্যালপিটেশন বা পাশ হয়ে শুলে কম হতে থাকে তখন 'এঙ্গাস্ট্রাভেরা-৩০' শক্তি বা ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনের জন্য দেওয়া হয়।

৩. বৃদ্ধ মানুষদের হৃৎপিণ্ড রোগেরযখন প্যালপিটেশন সহ বুকে চাপবোধ অনুভূত হয় তখন ক্র্যাটিগ্রাস ৩০' শক্তি কার্যকরী হয়।

৪. রোগী দমবন্ধ ভাবের কথা বলে এবং দেখা যায় তার নাড়ি অনিয়মিত চলছে অর্থাৎ প্রতি তিন-চার বার স্পন্দনের পর ইন্টারসিস্টেম হচ্ছে।

নেই সঙ্গে শোথ, চক্ষুর নিম্নে থলির ন্যায় স্ফীত হয়ে আছে তখন "এপিস মেল ৩০" শক্তি খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৫. প্যালপিটেশন স্থির হয়ে বসে থাকলে অথবা শুয়ে থাকলে বেশি ম্যাগনেসিয়া মিউর ৩০' শক্তি দেওয়া হয়।

৬. হৃৎপিণ্ডের প্যালপিটেশন রোগীর মুখমগলের ফুটে উঠলে সিউরিয়াটিক ত্যাসিভ ৩০/২০০" শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে।

৭. হৃৎপিণ্ডের আযারজেনটাম মেট ৩০/২০০, শক্তি ব্যবহার সুফল মিলে। ৮. আরনিকা মন্ট" হৃৎপিণ্ডের অধিক শ্রম এবং হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অধিকতর মেদ জমলে ২০০ শক্তি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ৯. যখন কোনও রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রুগ্ন হওয়ার সাথে সাথে মানসিক অস্থিরতার দিন কাটাতে থাকে এবং রোগ দুরারোগ্য মনে হওয়ার জন্য খাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং মধ্যরাতে রোগের বৃদ্ধির অল্প অল্প ঠান্ডা জল পান করে, ঘুমাতে পারে না তখন "আর্সেনিক এলবা ৩০, শক্তি প্রতি চার/ছয় ঘণ্টা অন্তর রোগী শান্ত হবে। ১০. যেসব হৃদরোগে সহজে হৃৎপিণ্ড উত্তেজনাযুক্ত হয়, সেখানে এসফিটিডা ৩০ শক্তি কার্যকরী হয়। ১১. আরাম মেট ৩০/২০০ শক্তির ওষুধ হৃদরোগে যখন জানা যায় হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু তৎসহ

হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেশন নেই। সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে মেদ জমা হয়েছে এবং হৃত্যন্ত্রে মাংসপেশির ধ্বংস দেখা যাচ্ছে তখন সর্বপ্রকার চিকিৎসকবৃন্দ এই ওষুধটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করতে মনোযোগী হলে রোগীর উপকার হয়।

১২... এন্ডাকার্ডাইটিস সহ গ্যস্ট্রাইটিস হলে বিসমাথ ৬/৩০ কার্যকরী হয়। ১৩. যদি কারোর হৃৎপিণ্ড গাউট কিংবা হিউমোটিজম্ অসুখে আক্রান্ত হয়, তখন সুস্থ থাকার জন্য বেজোয়িক এসিডাম ২০০ শক্তি রোগ মুক্তিতে সাহায্য করে। ১৪. ক্যাকটাস মোদার) এই ওষুধের লক্ষণগুলি বিচার-বিশ্লেষণ সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়-ত্তসজোরে তপু সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত বেগে এওটার মধ্যে প্রবেশ করে। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড একখানি লোহার হাত দিয়ে ঘন ঘন চেপে দিচ্ছে এবং

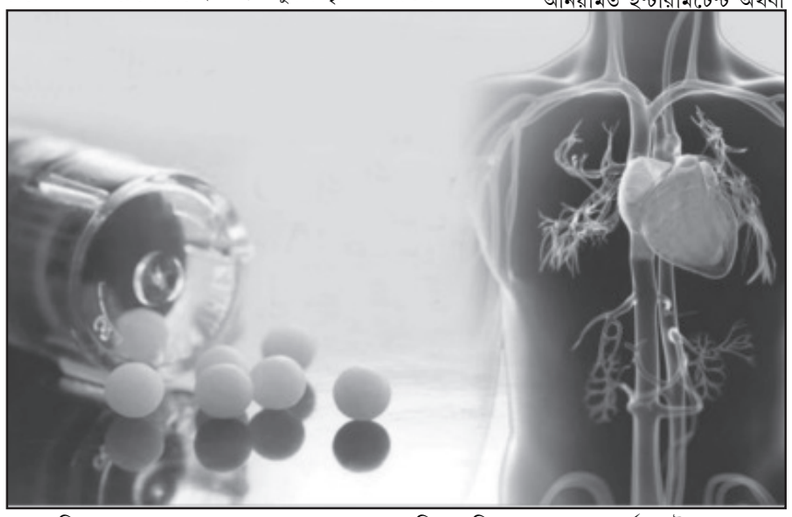

ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে অনুভূত হয় হৃৎস্পন্দনের স্থানের অভাব। যুবকের হৃৎপিণ্ডের হারপারট্রফি,ত্ত বাম ভেন্টিকের বৃদ্ধি সহ হৃৎপিণ্ডের বলাগ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অনিয়মিত কার্য দেখা যায়। এই ওবুধে সেবন হৃৎপিণ্ডের বেগ ও কার্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ক্যাকটাস খাওয়া ঠিক নয়।

১৫. কাফিয়া-৩০/২০০ হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর উপর এই ওষুধের কার্য লক্ষ্য করা গেছে। ১৬. কলচিকাম-৩০/২০০ তরুণবাত রোগের পর হৃৎরোগ হলে কলচিকামের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ১৭, কোনায়াম-২০০ শক্তি বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হৃৎপিণ্ড ও দুর্বলস্মৃতি শক্তিতে যখন কোনওপ্রকার মানসিক পরিশ্রম সহা করতে পারে না তখন ওষুধটি নির্বাচন করা হয়। ১৮-ডিজিটেলিস-৩০ শক্তি। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রজনিত পীড়া, পেরিকাডাইটিস, রোগী মনে করে যদি সে নড়াচড়া করে তাহলে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না।

১৯. জেলসিমিয়াম-৩০ রোগী মনে করে সে নড়াচড়া না করলে হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। রোগী স্নায়বিক রোগে শীত বোধ করে গাত্রচর্ম উষ্ণ থাকা সত্তেও। ফলে শরীর থর থর করে কীপায় কোনও একজনকে ধরে থাকতে বলে।

২০. যখন কোনও হার্টের রোগী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শোয় না তখন গ্রিগালিয়া রোবাস্টা-৩০ কয়েক বার খেলে উপকার পাওয়া যায়। ২১. যখন কোনও মানুষের নাড়ি অসম, অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট অথবা দ্রুত এবং দুর্বল সেই সঙ্গে চোখের উপরের পাতা ফোলা ত্ত তখন কেলিকার্ব-৩০/২০০ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। ২২.লাইকোপোডিয়াম-৩০/২০০ হার্ট ভাইলেটেড অর্থাৎ প্রসারিত হৃৎপিণ্ডের রোগী পা ফোলা ও কম পার্বে জন্য লাইকোপোডিয়াম প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে হয়। ডোজের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ প্রয়োজন। ২৩. লোবেলিয়াইন-৩০ শক্তি। রোগী মনে করে হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করবে না। ২৪. ভাইপেরা-৩০ শক্তি। পেট ফাপা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হলে ভাইপেরা-৩০ শক্তি খেলে উপকার হয়। ২৫. স্থির হয়ে বসে থাকলে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হবে না এবং এই লক্ষণের সঙ্গে যদি মিষ্টি বিশেষ করে চিনি খাবার আগ্রহ থাকে এবং নিম্নশাখা অর্থাৎ দু'টি পায়ে দুর্বলতা ও কম্পন বোঝা যায় তখন আজেন্টাম নাইট্রিকাম-২০০ শক্তি খেতে দিতে হবে। প্রয়োগ করা হয়। আর একটি লক্ষণ হল-- যেন বক্ষ মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ প্রবেশ করছে এমন অনুভূতির সঙ্গে বুকের উপর ভারী বস্ত চাপানো আছে - ন্যাজা কার্যকরী হয়। সেই সঙ্গে আমাদের কিছু সাবধান বর্জনীয়। ২. অধিক্ষণ দমবন্ধ রাখার কোনও কাজ অনুচিত। ৩. দমবন্ধ করে কোনও ভারী বস্তু উত্তোলন বিপঙনক। ৪. হত্ত-মৈথুন দ্বারা প্যালপিটেশন বৃদ্ধি হয়ে প্রাণ সংশয়। ৫. বীর্যক্ষয় হৃৎরোগীর পক্ষে বিপদ। ৬. অতিরিক্ত পরিশ্রম নিষেধ। দৌড়ানো, দ্রুত বেগে হাঁটা, সীতার কাটা রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। ৭. উবাস ও রাত্রি জাগরণ ক্ষতিকর। ৮. নানাবিধ গরমমশলা, মদ, তামাক, কফি বেশি চা ক্ষতিকর। ৯. উদরপূর্ণ আহার নিষেধ। ১০. অল্প আহার করে উদরপূর্ণ জল পান ক্ষতিকর। ১১. রোগী শান্তভাবে স্থিরতা ও ধৈর্য সরকারে জীবনযাপনে আগ্রহী হলেও সুপাচ্য পথ্য খেলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা কমে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার এআইডিএসও এর পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতির সাথে সাক্ষাত করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

অস্ত্র কারখানার হদিশ, ডেকরেটর্সের ব্যবসার আড়ালেই তৈরি হত বন্দুক-গুলি

কাটোয়া, ৩ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার লোহাপোতা গ্রামে তেমনই এক বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে ৩টি বেআইনি অস্ত্র, ১৭ রাউন্ড গুলি। এছাড়া বেশ কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত অস্ত্র। সঙ্গে অস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম। প্রত্যন্ত একগ্রাম। সেই গ্রামে সাদামাটা একটি ছোট ঘর। আর এই ঘরই তলে তলে হয়ে উঠেছে একটি অস্ত্র কারখানা। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে লোহাপোতা গ্রামের বাসিন্দা রমজান আলি শেখ নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে অস্ত্রের কারবার চলছে। এই খবর পেয়ে কাটোয়া থানার পুলিশ ও এসওজি গ্রুপ যৌথভাবে মঙ্গলবার ভোররাতে সেখানে অভিযান চালায়। তবে রমজান আলি শেখের ওই ঘরে গিয়ে পুলিশ কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যায়। পুলিশ দেখে ছোট মাটির তৈরি খড়ের চালের একটি ঘরে কার্যত অস্ত্র কারখানা খুলে বসা হয়েছে। তিনকুঠুরি ঘরের বাড়ি রয়েছে রমজান আলি শেখের। ডেকরেটর্সের সামগ্রী ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে সে। তাকে এলাকার লোকজন ডেকরেটর্স ব্যবসায়ী বলেই চেনেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা, মা, স্ত্রী ও মেয়ে। বাড়ির সামনে কয়েকটি চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি নামানো। পুলিশ পৌঁছনোর পর যদিও রমজান আলি শেখের দেখা পাওয়া যায়নি। পুলিশ দেখতে পায় ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুলি, অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম। পুলিশ তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কিছু যন্ত্রাংশ, গ্যাস সিলিন্ডার, লোহার পাইপ, স্প্রিং, স্ক্রু-সহ অস্ত্র তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম রমজান আলি শেখের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। এই অস্ত্র কারখানার সঙ্গে মুঙ্গেরের কোনও চক্রের যোগসাজশ রয়েছে কিনা, অস্ত্র তৈরির জন্য ভিনরাজ্যের কোনও নির্মাণকারীর যাতায়াত ছিল কিনা সেসব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, রমজান আলি শেখের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তার পরিবারের লোকজনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) ধ্রুব দাস বলেন,” লোহাপোতা গ্রামে রমজান আলি শেখ নামে এক ব্যক্তির ঘরের মধ্যে এই সমস্ত বেআইনি অস্ত্র, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম, গুলি ইত্যাদি উদ্ধার করেছি। তবে রমজান আলি শেখ অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে যায়।তার সন্ধান চালানো হচ্ছে।পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।”

কলকাতা মেডিকেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার মুখে ৩ কোটির ওষুধ

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। রাজ্যবাসীর সেবায় ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল বলে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। এরই মাঝে কলকাতা মেডিকেলে ওষুধ নষ্ট হওয়ার অভিযোগ।কলকাতা মেডিকেলে মেহাদ উত্তীর্ণ হওয়ার মুখে কোটির ওষুধপ্রায় ৩ কোটি টাকার ওষুধ। মঙ্গলবার এমনটাই খবর কলকাতা মেডিকেল সূত্রে।

সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই শহর জুড়ে শুরু হয়েছে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা। যার জেরে শহরের হাসপাতালগুলোতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে লম্বা লাইন। চিকিৎসা থেকে ভ্যাকসিনেশনের সবকিছুর জন্যই লম্বা লাইন শহরের হাসপাতালে। কিন্তু এরই মাঝে কলকাতা মেডিকেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল ব্যবহার না হওয়ায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার মুখে প্রায় ৩ কোটি টাকার ওষুধ। অভিযোগ ২৩৭৪টি রেমডিসিভির ইঞ্জেকশন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পড়ে আছে। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে ১৪ হাজার স্টেরয়েড।

ভারত বায়োটেকের ‘কোভ্যাক্সিন’-এর ট্রায়ালের অনুমোদন দিল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : এবার ভারতের হায়দরাবাদের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারত বায়োটেকের ‘কোভ্যাক্সিন’-এর ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন দিল বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি)। মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘কয়েক দিন আগেই ভারত বায়োটেকের পক্ষ থেকে দেশে ‘কোভ্যাক্সিন’ টিকার ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং যুক্তির ওপর ভিত্তি করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে যে কোনও সময়ে কোভ্যাক্সিনের ট্রায়াল শুরু হতে পারে।’

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ভারত বায়োটেকের করোনা টিকা ‘কোভ্যাক্সিন’ এর ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন চেয়ে বিএমআরসির কাছে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু নানা বিতর্ক ওঠায় সেই আবেদন নিয়ে এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য করেননি বিএমআরসি’র শীর্ষ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, গোটা বিশ্বে কোভ্যাক্সিনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অবিলম্বে বাংলাদেশে ওই টিকার ট্রায়াল শুরু করার বিষয়ে অনুমোদন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রককে চাপ দেয়। বাংলাদেশে কোভ্যাক্সিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য যে ভারত সরকারই অর্থ বরাদ্দ করবে, তাও জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারের শীর্ষ মহলের নির্দেশে তড়িঘড়িই ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন দিল বিএমআরসি। তবে কবে থেকে ওই ট্রায়াল চালানো হবে এবং কিসের উপরে ভিত্তি করে ট্রায়াল চালানো হবে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অসম : করিমগঞ্জের চরগোলায় চিনি কলকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব, বুকভরা আশা জনতার

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় আনিপুরের চরগোলায় অবস্থিত কাছাড় চিনি কলের আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। জংলি হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত সাপের খোয়াড় হয়ে ওঠেছে পরিত্যক্ত চিনি কলের মেশিন ঘর এবং প্রশাসনিক ভবন। সেই সঙ্গে জরাজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে সমাজবিরোধীরা তাঁদের নিরাপদ আস্তাবল গড়ে তুলেছে। আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি বরাকের জনমনে সাড়া জাগিয়ে করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানার পার্শবর্তী আনিপুরের প্রত্যন্ত চরগোলা এলাকায় চিনি কলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছিল কাছাড় সুগার মিল। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি সমগ্র বরাকবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে বুনো হিংস্র প্রাণী এবং অজস্র বিষাক্ত সাপের আস্তানা হয়ে ওঠেছে পরিত্যক্ত চিনি কল চত্বর। জরাজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টারগুলি হয়ে ওঠেছে সমাজবিরোধীদের নিরাপদ ঘাঁটি। এছাড়া পরিত্যক্ত চিনি কলের বহু মূল্যবান যন্ত্রাংশ, লোহার সরঞ্জাম চুরি হয়ে গেছে। স্থানীয় জনগণ কয়েকবার মেশিন ও লোহার সরঞ্জাম ইত্যাদি ট্রাকের বোঝাই করে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় আটক করে রাতাবাড়ি থানায় সমঝে দিয়েছিলেন। থানার ডায়েরিতে এ সব চুরির ঘটনা এখন লিপিবদ্ধ আছে। বরাকের একদা সাড়া জাগানো ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র এখন শুধু মরচে। এখানে যে একটি বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, তা বোঝাই দায়। পরিত্যক্ত চিনি কলটির পাহারার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে মেশিন ঘর এবং প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করতে হলে নিজের নিরাপত্তার খাতিরে হাতে লাঠি দা রাখতে হয়। এমনই এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এককালের প্রাণচঞ্চল কাছাড় চিনি কলটির।

জেলার সচেতন নাগরিকদের অভিযোগ, কেবলমাত্র সরকারি অবহেলা ও উদাসীনতার জন্যই আজ বৃহৎ এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ভূতবাংলায় পরিণত হয়েছে। চিনি কলটি বন্ধ হওয়ার পেছনে একশ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারকেও কাঠগড়ায় তুলেন তাঁরা। আখ সরবরাহের নামে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা বেলাগাম দুর্নীতি সংগঠিত করেছিল বলেও অভিযোগ স্থানীয় সচেতন নাগরিকদের। একে রক্ষা করতে গঠন হয়েছিল কাছাড় চিনি কল বাঁচাও সংগ্রাম সমিতি। বহু আন্দোলন প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল সমিতি। কোনও কাজে আসেনি। কাছাড় চিনি কলকে পুনরুজ্জীবিত করতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ২৬টি স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে, কেবল প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মেলেনি, বলেছেন চিনি কলের সঙ্গে জড়িত বহুজন। মূলত ১৯৭২ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর প্রচেষ্টায় চরগোলার ৫৫ হাজার একর ভূমিতে এই চিনি কল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তখন রাতাবাড়ির বিধায়ক ছিলেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের পয়লা জানুয়ারি কাছাড় চিনি কলটি অনেক সম্ভাবনা জাগিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৮ সাল থেকে কলটি দুরন্ত গতিতে উৎপাদন শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রথম বছর ৩৭ হাজার মেট্রিকটন চিনি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল এই চিনি কলটি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৫ হাজার মেট্রিকটন। ৮০-৮১ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়, ৯৭ হাজার মেট্রিকটন। সে সময় পদস্থ আধিকারিক ছাড়াও চিনি কলে বিভিন্ন পদমর্যাদার ১৮৪ জন নিয়মিত কর্মচারী এবং মরশুমি কর্মচারী ছিলেন ৩২১ জন। তৎকালীন অসম সরকারের মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী চিনি কলটি বছরে আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে বিধানসভায় এক প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যাবতীয় আন্দোলন উপেক্ষা করে একে সচল করার কোনও চেষ্টা না করে ২০০৭ সালের ২৭ এপ্রিল পিই.৮/২০০৫ নম্বরের এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে অসম সরকারের পাবলিক এন্টারপ্রাইজেজ বিভাগের প্রধানসচিব হর্ষমোহন কেরে কাছাড় চিনি কলকে বন্ধ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। বন্ধ হয়ে যায় সম্ভাবনাময় কাছাড় চিনি কল। ফলে বিপাকে পড়েন চিনি কলের বিভিন্ন পদমর্যাদার স্থায়ী কর্মচারী এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিক, আখ চাষিরা।

১৯৮৫ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। ক্ষমতায় আসীন হয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত নেতৃত্বাধীন অগপ সরকার। সরকারের দায়িত্ব নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মহন্ত কাছাড় চিনি কলটি পুনরায় চালু করার ব্যাপারে তৎপর হন। ১৯৯১-৯২ সালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত শিলচরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনৈক মহাবীর প্রসাদ জৈনকে কুড়ি বছরের জন্য চিনি কলটি লিজ দেন। ৬/৭ বছর চালানোর পর মহাবীর জৈনও চিনি কলটি পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৯৯৯ সালে চিনি কলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন মহাবীর জৈন নামের ব্যবসায়ীও।

বৃহৎ এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে নিয়মিত এবং অনিয়মিত কর্মচারী সহ এর সঙ্গে জড়িত অনেক লোক কর্মসংস্থান হারিয়ে পথে বসেন। বরাকের এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় ২২ বছর হয়ে গেছে। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নেতৃত্বে ১৫ বছরের কংগ্রেস শাসনামলে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পুনরুজ্জীবিত করতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধু আশার বাণীই শুনিয়ে গিয়েছেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ।

২০১৬ সালে রাজ্যে পরিবর্তনকামী বিজেপি জোট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এবার বোধহয় বিজেপি সরকার চিনি কলটি পুনরায় চালু করতে উদ্যোগ নেবে। এই আশায় করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাকবাসীর মনে নতুন করে আশার কিরণ উঁকি দিয়েছিল। সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার অবশ্য বন্ধ এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পুনরুজ্জীবিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আসম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এআইডিসি)-এর চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসও বহু চেষ্টা করেছেন, এখনও করছেন এই শিল্পোদ্যোগকে সচল করতে। গত প্রায় বছরখানেক আগে হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি জানিয়েছিলেন, বাবা রামদেব কাছাড় সুগার মিলকে পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এক সময় পতঞ্জলি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে আধিকারিকবর্গ এর খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। কিন্তু এখনও কোনও ইতিবাচক কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। তবে পতঞ্জলি ছাড়া আরও কয়েকজন বড় শিল্পপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগযোগ চলছে, জানিয়েছিলেন এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশন দাস।

২০২১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্যের মসনদে বসে বিজেপি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন না হলেও মুখ্যমন্ত্রী বদল হয়েছেন। সর্বানন্দ সরকারের সেকন্ড-ইন-কমান্ড বলে পরিচিত তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসলেন। কর্মতৎপর মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার ওপরও জনগণ এই চিনি কলকে নিয়ে অনেক আশাভরসা রেখেছেন। ড় শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছে প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বন্ধ এই শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি তিনি। এ নিয়েও করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার জনমনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। তবে অনেকে এখনও বুকভরা আশা ব্যক্ত করছেন, এখনও সময় আছে, হয়তো নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বরাক উপত্যকার বৃহৎ এই শিল্প প্রতিষ্ঠান চিনি কলটি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেবেন।

শান্তি ফিরছেই না সংসদে, বারোটা অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): শান্তি ফিরছেই না সংসদে! পেগাসাস, কৃষি বিল-সহ অন্যান্য ইস্যুতে মঙ্গলবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস-সহ নানা ইস্যুতে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিভিন্ন দলের বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভা ও লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভায় এদিন ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। গত ১৯ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। সেই দিন থেকেই পেগাসাস-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে সংসদের উভয়কক্ষে, বারবার মুলতুবি করতে হচ্ছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন।

কাঠুয়ায় ভেঙে পড়ল সেনা হেলিকপ্টার, সুরক্ষিত দু”জন পাইলট

জম্মু, ৩ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টার। মঙ্গলবার কাঠুয়া জেলার রণজিৎ সাগর বাঁধের কাছে ভেঙে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অ্যাভিয়েশন এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টার। সৌভাগ্যবশত সুরক্ষিত রয়েছেন দু”জন পাইলট। রুটিন উড়ানের সময় হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে।

ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রণজিৎ সাগর বাঁধের কাছে ভেঙে পড়া সেনাবাহিনীর অ্যাভিয়েশন এএলএইচ ধ্রুব হেলিকপ্টারের দু”জন পাইলট সুরক্ষিত আছেন। পঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে টেকঅফ করেছিল ইউপন সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড হেলিকপ্টার, রুটিন উড়ানের সময় হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে।

অপেক্ষা কিছুদিনের, ১৫ আগস্ট অলিম্পিকে অংশ নেওয়া সকলকে সংবর্ধনা দেবেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): আগামী ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যকে সংবর্ধনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশেষ দিনে, বিশেষ সম্মান পেতে চলেছেন পিভি সিন্ধু, মীরাবাই চানু, লভলিনা বড়গোহাঁইরা। শুধু পদকজয়ীরাই নন, টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় দলের প্রত্যেক সদস্যকে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। তাঁদের লালকেল্লায় সংবর্ধনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ আগস্ট বিশেষ অতিথি হিসেবে অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যকে লালকেল্লায় আমন্ত্রণ জানাবেন প্রধানমন্ত্রী। সকলের সঙ্গে দেখা ও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। সকলের সঙ্গে কথা বলার জন্য নিজের সরকারি বাসভবনে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাবেন প্রধানমন্ত্রী।

ধর্মেন্দ্র ও মনসুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ দিলীপদের, দুষলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ”ভ্যাকসিন-রাজনীতি” নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংসদরা। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও সাংসদ দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি সাংসদরা এদিন ধর্মেন্দ্র প্রধান ও মনসুখ মাণ্ডবিয়ার সঙ্গে দেখা করেন, পশ্চিমবঙ্গে টিকা নিয়ে যে রাজনীতি চলছে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অবগত করেছেন তাঁরা। দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ’মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংসদরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে টিকার রাজনীতি নিয়ে আমরা তাঁদের অবগত করেছি। আমরা সমাধান চেয়েছি।’ এদিন দিলীপ ঘোষ আরও জানিয়েছেন, ’পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ৩০ লক্ষের বেশি টিকা আছে, কিন্তু তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা খারাপ ব্যবস্থাপনার কারণে বিতরণ করতে পারছে না। ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি ও কালো বাজারি বন্ধ হওয়া উচিত। কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য ইউনিটে টিকাকরণ কেন্দ্র চাইছি আমরা।’

অসম : বক্সার লাভলিনার সমর্থনে বুধবার ১১টা থেকে বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : মাঝে কয়েকদিন বিরতির পর আগামীকাল বুধবার থেকে ফের শুরু হবে অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। এদিকে আগামীকাল ৪ আগস্ট জাপানের টোকিও শহরে চলমান ৩২-তম অলিম্পিক গেমসের রিঙে উঠবেন অসম-কন্যা লাভলিনা বড়গোহাঁই। এদিন সকাল ১১টায় অধিবেশন স্থগিত রেখে বক্সিং রিঙে লাভলিনার সাফল্য কামনা করে সমর্থন জানাবেন বিধায়কগণ। ৩০ মিনিটের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হবে, জানা গেছে বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে।

সূত্রটি জানিয়েছে, ইতিপূর্বে অসমের জন্য বিশেষ এই দিন অধিবেশন স্থগিত রেখে লাভলিনাকে সমর্থন জানাতে বিধানসভার অধ্যক্ষকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মমিন। উপাধ্যক্ষের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বুধবারকে অলিম্পিক ইতিহাসের সাক্ষী হতে অসম বিধানসভার অধিবেশন আধঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। উল্লেখ্য, টোকিও অলিম্পিকের সেমি ফাইনালে অসমের মেয়ে লাভলিনা বড়গোঁহাই তুর্কির বুসানেজ সুরমেনেলির মুখোমুখি হবেন। অলিম্পিকের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া মহাযুদ্ধে লাভলিনা বড়গোহাঁইকে নিয়ে স্বর্ণপদক জয়ের স্বপ্ন দেখছেন অসমের ক্রীড়াপ্রেমী জনগণ সহ গোটা রাজ্যবাসী। আজ তাঁর সাফল্য কামনা করে গুয়াহাটিতে একটি কার মিছিল বের হয়েছে। এর কয়েকদিন আগে গুয়াহাটি সহ লাভলিনার গৃহ জেলা গোলাঘাট এবং সরুপথারে বাইক রেলি বের করেছিলেন তাঁর অনুরাগীরা।

ফের করোনা-আক্রান্তের হদিশ উহানের সকলের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত

বেজিং, ৩ আগস্ট (হি.স.): প্রায় এক বছর পর ফের চিনের উহান শহরে করোনা-আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। করোনার ”আঁতুড়ঘর” উহানে ফের করোনা-আক্রান্তের খোঁজ মেলায় সেখানকার সমস্ত বাসিন্দার নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবার উহান প্রশাসনের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। উহান শহরের পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ৭ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এক বছর পরে এই ঘটনা ঘটেছে। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে উহান প্রশাসন। শহরের সমস্ত বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গণপরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গণ হারে নমুনা পরীক্ষাও শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, চিনের উহান শহরেই প্রথম করোনা-আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে তা চিনের সীমান্ত টপকে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। করোনার প্রকোপে এখনও ত্রস্তসমগ্র বিশ্ব। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯০ জন, মৃত্যু হয়নি কারও।

মুম্বইয়ে এখনই চালু হচ্ছে না লোকাল ট্রেন, ইঙ্গিত দিলেন রাজেশ টোপে

মুম্বই, ৩ আগস্ট (হি.স.): মুম্বইয়ে এখনই সর্বসাধারণের জন্য চালু হচ্ছে না বাণিজ্যনগরী ”লাইফলাইন” লোকাল ট্রেন। মঙ্গলবার এমনই ইঙ্গিত দিলেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। লোকাল ট্রেন চালু সংক্রান্ত বিষয়ে এদিন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’আমরা না বলছি না। কিন্তু, লোকাল ট্রেন চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী আরও আলোচনা করবেন।’

এদিকে, মহারাষ্ট্রের কিছু জেলায় ফের বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে বলেছেন, যে সমস্ত জেলায় সংক্রমণের হার বাড়ছে সেই সমস্ত জেলাগুলিতে করোনা-সতর্কতা কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় কোভিড-প্রোটোকল প্রয়োগের জন্য বলা হয়েছে। জিকা ভাইরাস নিয়েও সতর্ক মহারাষ্ট্র সরকার।

প্রকাশ্যে চুম্বনের পক্ষে সওয়াল তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : প্রকাশ্যে চুম্বনের পক্ষে সওয়াল করলেন চিকিৎসক-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। মঙ্গলবার তিনি টুইটে লিখেছেন, “ব্যক্তিগত বা পাবলিক স্থানে প্রত্যেকের তাদের ভালোবাসা প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত। চুম্বন একটি নোংরা নোংরা বর্বর বিষয় নয় যে, আপনি প্রকাশ্যে চুম্বন করতে লজ্জা পাবেন বা প্রকাশ্যে এটি দেখে লজ্জা পাবেন। যারা এই মতের বিরোধিতা করে, তারা মুসলিম ধর্মান্ধদের মত। তারা ঠিক একই কথা বলে। যে কোনও ভাল কাজ আপনাকে প্রকাশ্যে পাবলিক প্লেসে করার অনুমতি দেওয়া উচিত। প্রেমিকরা যে কোনও জায়গায় চুমু খায়। প্রেমিকরা সমুদ্র সৈকতে, যখন মানুষ আশেপাশে থাকে না চাঁদের আলোয় রাতের বেলায় অরণ্যে প্রেম করে,। এটা সুন্দর। সব ধর্মীয় ধর্মান্ধরা একই রকম ভাবে। তাদের রক্ষণশীলতা ঠিক একই রকম। তারা কামসূত্রকে ঘৃণা করে, তারা ইলোরা অজন্তা, খাজুরাহো এবং কোনারকে প্রদর্শিত শিল্পকে ঘৃণা করে। কিন্তু আমি তাদের ভালবাসি সুইডেনের আরল্যান্ডা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা চেকের কাছে একটি চিহ্নিত এলাকা ছিল। সেখানে ”কিসিং জোন” লেখা একটি চিহ্ন ছিল। প্রিয়জনদের বিদায় জানানোর ঠিক আগে এখানে মানুষ চুমু খায়। ”কিসিং জোন” দেখে খুব ভালো লাগে। এবং ”নো কিসিং জোন” দেখে খুব ভয় লাগে।“ হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পেগাসাস নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত, জড়িতদের নাম সামনে আসা দরকার : লালুপ্রসাদ

নয়াদ

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কাঁঠালের বিচিতে কত উপকার আগে জানা আছে কি?

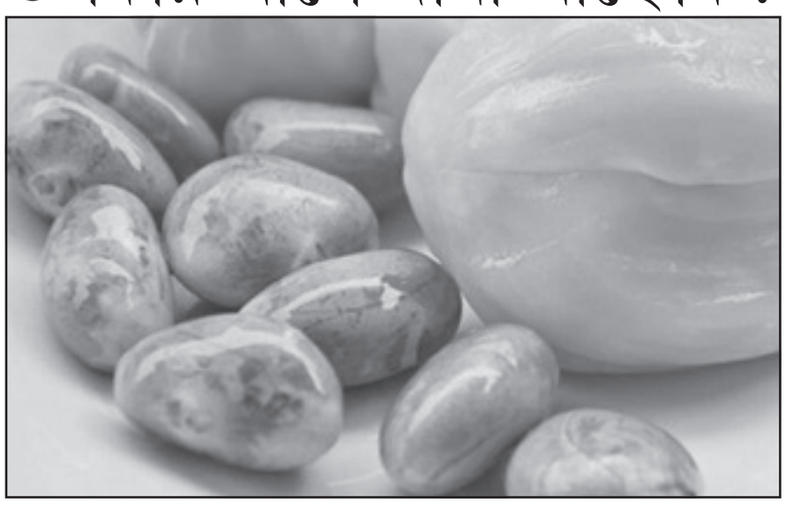

কাঁঠালের বীজ খেলে কী হতে পারে? গবেষণা বলছে, এমনটা করলে শরীরের কোন ক্ষতি তো হয়ই না, উল্টো অনেক উপকার মেলে। আসলে কাঁঠালের বীজে রয়েছে থিয়ামিন, রাইবোফ্লেবিন নামে দুটি উপাদান, যা দেহে এনার্জির ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানেই শেষ নয়, এই প্রকৃতিক উপাদানে উপস্থিত জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম, কপার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ত্বককে সুন্দর করে তোলার পাশাপাশি একাধিক রোগকে দূরে রেখে শরীরকে সার্বিকভাবে চাঙ্গা করে তুলতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে আরও অনেক উপকার লাগে। যেমন.

১. কনস্টিপেশনের মতো রোগের প্রকোপ কমায়

এই প্রকৃতিক উপাদানটিতে উপস্থিত ফাইবার শরীরে প্রবেশ করে এমন খেল দেখায় যে কোষ্ঠ্যকাটিন্যের মতো রোগের প্রকোপ কমে যেতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে কোলোনের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো বলি বন্ধু যাদের প্রতিদিন সকালে বেজায় কষ্ট পোয়াতে হয়, তাদের রোজের ডেয়েটে কাঁঠালের বীজ অন্তর্ভুক্ত করা মাস্ট!

২. প্রোটিনের ঘাটতি মেটে

নিয়মিত মাছ-মাংস খাওয়ার সুযোগ হয় না নাকি? তাহলে বন্ধু দেহের অন্দরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে নিয়মিত কাঁঠালের বিচি খাওয়া শুরু করতে পারেন। আসলে একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, কাঁঠালের বিচিতে যে পরিমাণ প্রোটিন থাকে, তা দেহের দৈনিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, পেশীর গঠনের উন্নতি ঘটাতে এবং মেটাবলিজম রেট বাড়াতে এই প্রকৃতিক উপাদানটির কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে।

৩. সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে

বর্ষাকালে নানাবিধ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কাঁঠালের বিচি আপনাকে দারুনভাবে সাহায্য করতে পারে। আসলে এতে উপস্থিত একাধিক অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এলিমেন্ট জীবাণুদের দূরে রাখার মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ফুড-বন এবং ওয়াটার বন ডিজিজের প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এখানেই শেষ নয়, একাদিক কেস স্টাডি একথা প্রমাণ করেছে যে হজমের সমস্যা কমাতেও কাঁটালের বিচি দারুন কাজে আসে।

৪. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটায়

পরিমাণ মতো কাঁঠালের বীজ নিয়ে প্রথমে কিছুটা সময় রোদে শুকিয়ে নিন। তারপর সেগুলি বেটে নিয়ে চটজলটি গুঁড়ো করে ফেলুন। এই গুঁড়ো পাউডারটি খেলে নিমেষে বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যা কমে যায়। সেই সঙ্গে কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে। আসলে এতে উপস্থিত ডায়াটারি ফাইবার এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. স্ট্রেসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে অফিসে কাজের চাপ এমন বেড়েছে যে মাথা থেকে ধোঁয়া বেরতে শুরু করেছে? হাতের কাছে কাঁঠালের বীজ আছে কি? যদি না থাকে, তাহলে এক্ষুনি কিনে এনে খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন নিমেষে মানসিক চাপ কমে যাবে। আসলে এই প্রকৃতিক উপাদানটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় প্রোটিন এবং অন্যান্য উপকারি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, যা মস্তিষ্কের অন্দরে কেমিকেল ব্যালেন্স ঠিক রাখার মধ্যে দিয়ে স্ট্রেস কমাতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

৬. দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে

কাঁঠালের বীজে উপস্থিত ভিটামিন এ, দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি একাধিক চোখ সম্পর্কিত সমস্যাকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বুড়ো বয়সে যদি চশমা ব্যবহার করতে না চান, তাহলে আজ থেকেই কাঁঠালের বিচিকে সঙ্গে রাখতে শুরু করুন। দেখবেন উপকার মিলবে।

৭. ত্বকের বয়স কমে

খাতায় কলমে বয়স বাড়ালেও ত্বককে যদি আজীবন তরতাজা এবং সুন্দর রাখতে চান, তাহলে আজ থেকেই ব্যবহার শুরু করুন কাঁঠালের বীজের। এক্ষেত্রে পরিমাণ মতো বীজ নিয়ে প্রথমে গুঁড়ো করে নিন। তারপর সেটি অল্প পরিমাণ দুধের সঙ্গে মিশে একটা পেস্ট বানিয়ে ফেলুন। এই পেস্টটি প্রতিদিন মুখে লাগালে দারুন উপকার পাওয়া যায়। আর যদি হাতের কাছে মধু থেকে থাকে,তাহলে সেটিও এই পেস্টটি বানানোর সময় কাজে লাগাতে পারেন। দেখা গেছে, পেস্টটির সঙ্গে মধু যোগ করলে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পায়।

৮.অ্যানিমিয়ার প্রকোপ কমে

জিবিডি সার্ভে অনুসারে অ্যানিমিয়ায় রোগীর সংখ্যার দিক থেকে গত এক দশক ধরে সারাবিশ্বের মধ্যে ভারত এক নম্বরে। আর এত সংখ্যক রোগীর মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা এবং বাচ্চা। এখন প্রশ্ন হল, এমন পরিস্থিতি হল কেন আমাদের দেশে? সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে এই রোগের বিষয়ে সচেতনতার অভাব, ঠিক মতো খেতে না পাওয়া এবং আরও নানা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ এক্ষেত্রে দায়ি।

মজার বিষয় কি জানেন, এই অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম এমন উপায় হাতের কাছে থাকলেও বেশিরভাগ মানুষই সে সম্পর্কে জানেন না। কী সেই উপায়? গবেষণা বলছে কাঁঠালের বীজে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় আয়রন, যা খুব অল্প দিনেই রক্ত স্বল্পতার মতো সমস্যা দূর করতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে। আর কাঁঠালের বিচি দামও এমন কিছু নয়। তাই সরকারের উচিত এই বিষয়ে শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের মানুষকেও সচতন করে তোলা। কারণ এই প্রাকৃতিক উপাদানটিই পারে আমাদের দেশে অ্যানিমিয়া রোগের প্রকোপ কমাতে।

মাইগ্রেন রোগীদের নিষেধ এই খাবার

মাইগ্রেনে জনিত মাথা যন্ত্রণা অল্প থেকে খুব বেশী- সব রকমই হতে পারে। এই ধরণের মাথা যন্ত্রণা দুই-তিন দিন স্থায়ীও হয়। তবে কয়েকটা দৈনন্দিন খাবার মাইগ্রেনের উদ্দীপকের কাজ করে। তাই মাইগ্রেন রোগীদের সেই খাবারগুলো থেকে দূরে থাকায় উচিত।

১. অ্যালকোহল: বিশেষত বিয়ার এবং রেড ওয়াইন- মাইগ্রেন এবং মাথা যন্ত্রণার উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় যারা কষ্ট পান, তাদের অ্যালকোহল এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে ৩০ মিনিট থেকে ৩ ঘন্টা এমন কী পরের দিন সকাল পর্যন্ত হ্যাংওভার মাথা যন্ত্রণা

থেকে যায়। সব ধরণের অ্যালকোহলেই তাতক্ষণিক কিম্বা দেরীতে মাইগ্রেন শুরু হয়।

২. চীজ: মাইগ্রেনে যারা কষ্ট পান তাদের চীজ খাওয়া বন্ধ করা উচিত। চীজে টিরামাইন নামক একধরণের উপাদান থাকে যা মাইগ্রেনের উদ্দীপকের কাজ করে। সব ধরণের চীজেই টিরামাইন থাকে, ফলে আপনার চীজ না খাওয়াই উচিত।

৩. চকোলেট: চকোলেটের বিভিন্ন উপাদান মাইগ্রেন উদ্দীপকের কাজ করে। এতে ফিনেলথিলামিন থাকে যা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহে সমস্যা সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় যা মাইগ্রেনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। কিছু কিছু চকোলেটে ক্যাফাইন থাকে, যা মাথা যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়।

৪. মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (এমএসজি): এটি খাদ্যের স্বাদ বর্ধকের কাজ করে। ক্যান্ড, ফ্রজেন বা প্রসেসড খাদ্যে এটা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এটা রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হলে মাইগ্রেন অ্যাটাক হয়।

৫. ক্যাফাইন: ক্যাফাইন মাইগ্রেনের উদ্দীপকের কাজ করে। ক্যাফাইন গ্রহণের ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এবং রক্তজালকের ওপর প্রভাব পড়ে। এর ফলে তাতক্ষণিক এনার্জি বৃদ্ধি পায় এবং ঘুম কেটে যায়। প্রচন্ড মাইগ্রেনের সমস্যা হলে ক্যাফাইন তা কমতে সাহায্য করে। কিন্তু মাইগ্রেনের সমস্যায় নিয়মিত ভুগতে থাকলে ক্যাফাইন এড়িয়ে চলাই উচিত।

কুমড়ার বীজ কেন রাখবেন খাবারে

করোনাকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে বলেছেন চিকিতসকেরা। বেশি করে শাকসব্জি খেতে বলছেন তাঁরা। তবে সবজি খেলেও এর বীজ সাধারণত আমরা ফেলে দেই। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু সবজি রয়েছে, যার বীজ শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পুষ্টিবিদরাও বলছেন, ওই বীজ ডায়েটে থাকলে তা ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। মিষ্টি কুমড়া হয়তো অনেকেই খান, তবে কেউ কেউ এই সবজিটি পছন্দ করেন না। পুষ্টিবিদদের মতে, কুমড়া বীজ এই সবজির অন্যতম উপাদান। কুমড়ার বীজে রয়েছে শরীরের অপরিহার্য ফ্যাট। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যতম উতস হলো কুমড়ার বীজ। শরীরে নিজে থেকে এটি তৈরি হয় না। খাবারের মাধ্যমে এটি শরীরে যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে সে দিকে।

কুমড়ার বীজ কেন রাখবেন খাবারে, তার বিস্তারি জেনে নিন.

* রোজ অল্প কয়েকটা কুমড়ার বীজ খেতে পারলে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন সমৃদ্ধ এই বীজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রদাহ কমাতে এবং ওবেসিটি বা স্থূলত্ব এড়াতেও সাহায্য করে।

* কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে। মাত্র ১০০ গ্রাম বীজে থাকে ১৮ গ্রাম ফাইবার। এটি একজন মানুষের দৈনিক চাহিদার ৭২ শতাংশই পূরণ করতে সক্ষম। এর ফাইবার কোলনের ভাল ব্যাক্টিরিয়ার জোগান দেয়। ''মাইক্রোবিয়াল ব্যালান্স'' বা অণুজীবের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ক্রনিক রোগেরও উপশম করে এই বীজ।

* ভাল কোলেস্টেরল এইচডিএল এবং খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএল- এই দুই ধরনের কোলেস্টেরলই তৈরি হয় লিভারে। এলডিএল ধমনীর প্রাচীরে তৈরি হওয়ায় ব্লকেজ তৈরি হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। যেখানে এইচডিএল খারাপ কোলেস্টেরল সরিয়ে রিসাইকেলে সাহায্য করে। কুমড়ার বীজ এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।

* পিইউএফএ এবং লিপোফিলিকের মতো অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকার কারণে এই বীজ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকার কারণে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ধ্বংস করে এই বীজ। চিকিতসকদের মতে, কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকে, তাই এটি রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় ঠাণ্ডা লাগা, ফ্লু, ক্লান্ত হয়ে পড়া, এই সমস্যাগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কুমড়ার বীজ খেলে।

* কুমড়ার বীজে থাকে সেরোটনিন, এই উপাদানটি প্রাকৃতিকভাবে ঘুমের ওষুধ। তাই চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওষুধের পরিবর্তে এটি খেতে পারেন। এ ছাড়াও আর্থারাইটিসের ব্যথায় এই বীজের তেল মালিশ করলে খানিকটা উপশমও মেলে।

* কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকার কারণে সেটি প্রস্টেটের সমস্যাকে দূরে রাখে। ইনসুলিনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রয়েছে এই বীজের। কারণ এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে। * কুমড়োর বীজে রয়েছে কিউকারবিটিন, এ ছাড়া ভিটামিন সি থাকার কারণে চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এটি।

কী ভাবে খাবেন এই বীজ?

পুষ্টিবিদরা বলেন, কম ক্যালরি, ভরপুর পুষ্টিতে ভরা কুমড়ার বীজ ফেলে দেবেন না। বরং এই বীজ বেটে রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার করতে পারেন কাঁচা স্যালাডে কিংবা সুপেও। বীজ অল্প সেঁকে স্ন্যাক্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে সব থেকে বেশি ভাল।

রান্নাঘরের তেল চিটচিটে টাইলস পরিষ্কার করার সহজ কিছু টিপস

ঘর-বাড়ি আমরা নিয়মিত পরিষ্কার করলেও রান্নাঘর কি নিয়মিত ঘড়বাড়ির মতোই পরিস্কার করা হয়? রান্নাঘর নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে ধোঁয়া, তরকারির ঝোল, মশলা, তেল, ভাতের মাড় সব গ্যাসের আশেপাশে এবং কিচেনের টাইলস-এ জমতে থাকে। ওই দাগ জমতে জমতে শক্ত হয়ে গেলে তা ওঠানো মুশকিল হয়ে পড়ে। ফলে রান্নাঘরের সৌন্দর্যও কমে যায়। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আপনি রান্নাঘর বা রান্নাঘরের টাইলসে জমে থাকা ময়লা সহজেই দূর করতে পারবেন।

১) মিশ্রণ দুই কাপ ভিনেগার এবং দুই কাপ জল ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে তা রান্নাঘরের টাইলসে ছিটিয়ে দিন। তারপরে মাইক্রো ফাইবার কাপড়ের সাহায্যে এটি পরিষ্কার করুন।

২) ব্লিচের সঙ্গে জল মিশিয়ে তা দিয়ে টাইলসে ঘষুন। ব্লিচ ব্যবহার করার সময় গ্লাভস অবশ্যই পরবেন। এর পরে শুকনো কাপড় দিয়ে টাইলস মুছে নিন।

৩) বেকিং সোডার সাথে জল মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এবার এটি দাগযুক্ত জায়গায় লাগিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট রেখে দিন। ভেজা কাপড় দিয়েও এটি মুছতে পারেন। এছাড়া, আপনি চাইলে টুথ ব্রাশ দিয়েও ঘষে পরিষ্কার করতে পারেন।

৪) রান্নাঘরের সিঙ্ক বা অন্য কোনও অংশ থেকে যদি আঁশটে গন্ধ বেরোয় তাহলে সেই জায়গায় লেবুর রস আর বরফ দিয়ে ঘষতে হবে। এছাড়াও, ভিনিগার জমিয়ে বরফ তৈরি করেও ব্যবহার করতে পারেন।

এভাবেই ভাত খেলে মোটা হওয়ার ভয় নেই

ভাতের সাথে বাঙালির দীর্ঘদিনের একটা অন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে যা চিকিতকের নিষেধ সত্ত্বেও ছিন্ন হয় না। মেদ, ভুঁড়ি যতই বাড়ুক, এক বেলা ভাত না খেলে সারা দিনটাই যেন মাটি হয়ে যায়। তবে আর চিন্তা নেই!

শ্রীলঙ্কার একদল গবেষক এমন এক রান্নার পদ্ধতি বের করেছেন যাতে ভাতের ক্যালোরি ৫০ শতাংশ কমিয়ে নেওয়া সম্ভব। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই পদ্ধতি।

গবেষকরা জানান, সব স্টার্চ এক রকম নয়। সরল স্টার্চ হজম হতে সময় কম লাগে আর জটিল স্টার্চ হজম হতে বেশি সময় লাগে। শরীরে যদি বেশি পরিমাণ গ্লাইকোজেন জমা হয় তা হলে মেদ কমানোর জন্য বেশি এনার্জির প্রয়োজন হয়। তাই চাল ফোটানোর আগে ভাতের সাথে বাঙালির দীর্ঘদিনের একটা অন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে যা চিকিতকের নিষেধ সত্ত্বেও ছিন্ন হয় না। মেদ, ভুঁড়ি যতই বাড়ুক, এক বেলা ভাত না খেলে সারা দিনটাই যেন মাটি হয়ে যায়। তবে আর চিন্তা নেই!

গবেষকরা জানান, সব স্টার্চ এক রকম নয়। সরল স্টার্চ হজম হতে সময় কম লাগে আর জটিল স্টার্চ হজম হতে বেশি সময় লাগে। শরীরে যদি বেশি পরিমাণ গ্লাইকোজেন জমা হয় তা হলে মেদ কমানোর জন্য বেশি এনার্জির প্রয়োজন হয়। তাই চাল ফোটানোর আগে জলে নারকেল তেল দিলে স্টার্চ সহজে হজম করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতিঃ প্রথমে জল ফুটতে দিন। জল ফুটে উঠলে চাল দেওয়ার আগে জলের মধ্যে নারকেল তেল দিন। আধ কাপ চালের ভাত করতে হলে এক চা-চামচ নারকেল তেল মেশাবেন। চালের পরিমাণ বাড়লে, সেই অনুপাতে নারকেল তেলের পরিমাণও বাড়িয়ে নেবেন। ভাত ঠান্ডা হয়ে গেলে খাওয়ার আগে অন্তত ১২ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। খাওয়ার আগে পরিমাণ মতো গরম করে নিন। ব্যাস এভাবে খেলে মেদ বাড়বে না। উল্লেখ্য, উদ্ভিদে স্টার্চ সঞ্চিত পদার্থ রূপে বিরাজ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গ্লুকোজের অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়। স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা হিসেবে উদ্ভিদ কোষে বিরাজ করে এবং এদের আকার-আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। বীজ, ফল, কন্দ প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা হয়। ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উতস। নারকেল তেল দিলে স্টার্চ সহজে হজম করতে সাহায্য করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা দূর করে দেবে এই একটি মাত্র ফল

আমলকি ভেষজ গুণে অনন্য একটি ফল।এর ফল ও পাতা দুটিই ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়। আমলকি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য করে। নানা গুণাগুণের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধেও বিভিন্ন ভাবে আমলকি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কৃষকের বাগানে বা জমিতে অন্তত একটি আমলকি গাছ থাকলেও অন্যান্য গাছের রোগ-পোকা কম হয়।

ভিটামিন সি-তে ভরপুর আমলকিতে আছে অসংখ্য উপকারিতা।

চলুন জেনে নিই এর গুনাগুণ সম্পর্কে -

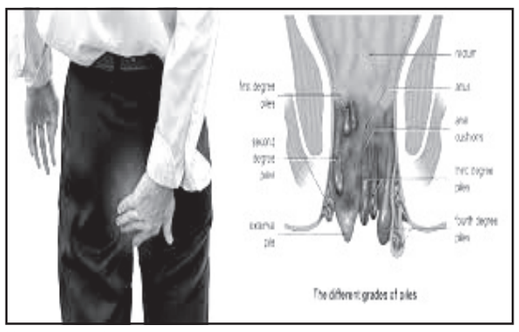

১) প্রতিদিন আমলকির রস খেলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁত শক্ত থাকে। আমলকির টক ভাব তেতো মুখে রুচি ও স্বাদ বাড়ায়।

২) আমলকির রস কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা দূর করতে পারে। এছাড়াও এটি পেটের গোলযোগ ও বদহজম রুখতে সাহায্য করে।

৩) আমলকির রস দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছড়াও চোখের বিভিন্ন সমস্যা যেমন চোখের প্রদাহ। চোখ চুলকানি বা জল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। আমলকি চোখ ভাল রাখার জন্য উপকারী। এতে রয়েছে ফাইটো-কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে জড়িত ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৪) কোলেস্টেরল লেভেলেও কম রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৫) পিত্ত সংক্রান্ত যেকোনো রোগে সামান্য মধু মিশিয়ে আমলকি খেলে উপকার হয়।

৬) আমলকীর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যান্সার প্রতিরোধী গুণ। গবেষণা অনুযায়ী, আমলকি ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

৭) আমলকি চুলের সৌন্দর্য বাড়ায়। বিভিন্ন ধরনের তেল তৈরিতে আমলকি ব্যবহার হয়।

৮) আমলকিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ''সি''। বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে তিন গুণ ও ১০ গুণ বেশি ভিটামিন ''সি'' রয়েছে।

৯) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।

১০) ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজ্‌মার জন্য আমলকির জুস উপকারী।

যারা গুরুত্বর সমস্যায়, তাঁরা অল্পতেই ভয় পান: গবেষণা বলছে

মানুষের সমস্যার যেন শেষ নেই। প্রতিনিয়ন বাড়ছে এসব সমস্যা। এসবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু অনেকে অল্পতেই ঘাবড়ে যান, ভয়ে ঝাঁপাকাপি করতে থাকেন। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা হয়েছে। ''দ্য কনভারসেশন''পত্রিকায় গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। হার্ভার্ডের গবেষণা দলটির পর্যবেক্ষণ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, একটানা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, খুব অল্পতেই ভয় পেয়ে যাওয়ার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে বেশি। গবেষক ডেভিড লেভারি জানান, তাঁরা প্রথমে নিজেরা এলাকা ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তারপর ওইসব এলাকার নজরদারি কমিটির (যাঁরা এলাকায় কোনো রকম অপরাধমূলক কাজকর্ম চলছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ রাখে) সঙ্গে কথা বলে দেখেন। তুলনা করে দেখেছেন তাঁদের পর্যবেক্ষণ সঠিক কি না। নজরদারি কমিটির কাজের ধরন পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেন, এলাকায় অপরাধ কমলে তারা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। কিংবা অপরাধী ধরা পড়লে স্বস্তির আমেজ। আবার কোনো এলাকায় একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চললে, কমিটির উদ্বেগও তুঙ্গে। প্রতি মুহূর্তে তারা ভয়ে রয়েছে, এবার কী হবে। গবেষক দলটি তিন ধরনের মানুষকে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। এক দলের জীবন সত্যিই কঠিন, দ্বিতীয়টি তুলনায় সহজ দল, তৃতীয় দলের জীবন আরওই কম সমস্যা-জর্জরিত। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে একই প্রবণতা, জীবনে যখনই কেউ বিপদে পড়েছেন, আরও বড় বিপদের আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছেন তাঁরা।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

আত্মবিশ্বাস তখনই আসে, যখন সঠিক প্রতিভা চিহ্নিত করা হয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): আত্মবিশ্বাস তখনই আসে, যখন সঠিক প্রতিভা চিহ্নিত করা হয় ও উৎসাহিত করা হয়। অভিমত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মঙ্গলবার গুজরাটে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিও। অলিম্পিকের প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদী এদিন বলেছেন, 'এই অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল, নিষ্ঠা ও উৎসাহ অনেক বেশি। আত্মবিশ্বাস তখনই আসে, যখন সঠিক প্রতিভা চিহ্নিত করা হয় ও উৎসাহিত করা হয়।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে, প্রায় প্রতিটি সরকারই দরিদ্রদের সস্তায় খাবার দেওয়ার কথা বলেছে। সস্তায় রেশন স্কিম ও বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। কিন্তু, প্রভাব সীমিতই রয়ে গিয়েছে। খাদ্য সঞ্চয় বাড়তেই থাকে, কিন্তু অনাহার ও অপুষ্টি সেই নিরিখে কমেনি।' মোদী বলেছেন, 'প্রধান কারণ হল, কার্যকর ডেলিভারি সিস্টেমের অভাব। এই অবস্থায় আমূল পরিবর্তনের জন্য ২০১৪ সালের পর থেকে নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। এই সিস্টেম থেকে কোটি-কোটি ভুয়ো সুবিধাভোগীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করা হয়েছে ও সরকারি রেশন দোকানে ডিজিটাল প্রযুক্তি অনুমোদিত হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন, 'বর্তমানে ২ টাকা প্রতি কেজি দরে গম ও ৩ টাকা প্রতি কেজি দরে চাল ছাড়াও, ৫ কেজি গম ও চাল সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। দীপাবলি পর্যন্ত এই স্কিম চলবে। গুজরাটে প্রায় ৩.৫ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।'

এই অনুষ্ঠানে অলিম্পিকের প্রসঙ্গও টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী, বলেছেন, 'এই অলিম্পিকের প্রতিটি খেলায় নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস দৃশ্যমান। আমাদের খেলোয়াড়রা তাঁদের প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল, নিষ্ঠা ও উৎসাহ অনেক বেশি। আত্মবিশ্বাস তখনই আসে, যখন সঠিক প্রতিভা চিহ্নিত করা হয় ও উৎসাহিত করা হয়।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অসম : খুব শীঘ্রই লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথে ভিস্টাডম ট্রেন চলবে

হাফলং (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ রেলপথে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল। পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের জন্য অত্যাধুনিক ভিস্টাডম ট্রেন পরিষেবা শুরু করেছে ভারতীয় রেল। এবার অসমের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতীয় রেল দফতর এই রুটে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রই পর্যটকদের জন্য প্রস্তাবিত ভিস্টাডম ট্রেন পরিষেবা শুরু করতে চলছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক অবস্থায় গুয়াহাটি এবং নিউহাফলঙের মধ্যে পর্যটকদের নিয়ে চলাচল করবে প্রাস্তাবিত ভিস্টাডম ট্রেন। অত্যাধুনিক এই ভিস্টাডম ট্রেনে পর্যটকরা অসমের অন্যতম এই পাহাড়ি জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে ইতিমধ্যে রাজ্য তথা জেলা পর্যটন দফতর এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে অসমের এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে ডিমা হাসাও।

এ সম্পর্কে হাফলঙের বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা জানান, ভারতীয় রেল পর্যটকদের জন্য গুয়াহাটি ও নিউহাফলঙের মধ্যে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে এতে ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্প এক অন্যমাত্রা লাভ করবে। এতে এই পাহাড়ি জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে ঠিক সেভাবে রোজগারের রাস্তাও খুলবে। বাড়বে পর্যটকদের আনাগোনা। নন্দিতা বলেন, প্রতি শনিবার পর্যটকদের নিয়ে ভিস্টাডম ট্রেন গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং আসবে। অবশ্য কবে থেকে এই ট্রেন চলাচল শুরু হবে এ নিয়ে এখনও রেল বিভাগের পক্ষ থেকে কিছু জানা যায়নি। তবে শীঘ্রই প্রস্তাবিত ভিস্টাডম ট্রেন চলাচল শুরু করবে তা নিশ্চিত।

অন্যদিকে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এক সূত্রে জানা গেছে, প্রথম অবস্থায় গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটির মধ্যে যে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের কথা রয়েছে। ওই ট্রেনটির সঙ্গে একটি বা দুটি ভিস্টাডম কোচ জুড়ে দেওয়া হবে। তবে ভিস্টাডম ট্রেনের যাত্রীরা অনেক আরামদায়ক যাত্রা উপভোগ করতে পারবেন। কারণ ভিস্টাডমের কোচগুলি সব এলএইচবি রেক। তাছাড়া ট্রেনের কামরায় থাকবে সব ধরনের অত্যাধুনিক সুবিধা। যেমন গ্লাস রুফ টপস ট্রেনে বসেই পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। থাকবে বড় জানালা, সিসিটিভি এলইডি ডিসপ্ল্যা বোর্ড, ওভেন, ফ্রিজ, মিনি প্যান্ট্রি, মাল্টি টায়ারড স্টিল লাগেজ শেলভস, ট্রেনের প্রত্যেক আসনের সঙ্গে মোবাইল চার্জিংয়ের ব্যবস্থা, অটোমেটিক স্লাইডিং ডোর, জিপিএস সিস্টেম, বায়ো টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা।

ভিস্টাডম ট্রেনের যাত্রীরা ভিতরে বসেই পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে অনেক স্বাচ্ছ্য উপভোগ করতে পারবেন। এই অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে ভিস্টাডম ট্রেন এক নতুন সংযোজন, তা এক প্রকার নিশ্চিত। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

অসম : হাইলাকান্দিতে স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তুতি

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবস সমাগত। আর এবারের স্বাধীনতা দিবস কোভিড বিধি মেনে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হাইলাকান্দি জেলায়। আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য কার্যসূচি প্রণয়ন করতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিতকুমার লস্করের পৌরোহিত্যে আয়োজিত বৈঠকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও হাইলাকান্দি জেলায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবারের স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ৯-টা ১৫ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সরকারি উদ্যোগে দিবসটি পালনের জন্য কার্যসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে অনুষ্ঠানগুলি আয়োজনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনকেও দিবসটি পালনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আজকের বৈঠকে। বৈঠকে জেলার বরিষ্ঠ নাগরিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধি সহ জেলার শীর্ষ আধিকারিকরা অংশ নেন। জেলার রাজস্ব সার্কল পর্যায়েও সরকারি উদ্যোগে দিবসটি পালনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ফের বাড়ল করোনা সংক্রমণ, একদিনে আক্রান্ত ৭২৯ জন

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): রাজ্য জুড়ে ফের বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭২৯ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭২৯ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩০,০২৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,১৭০। অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭৫৬। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,০১,০৮৭। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.১১ শতাংশ। যার জেরে রাজ্যে করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৭৬৭। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩,৫৩২ জনের। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১,৫৮,৫০,৮৩৮ জনের।

এবার মানবাধিকার সংগঠনের নামে জালিয়াতির অভিযোগ

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): জাল ভ্যাকসিন ক্যাম্প থেকে ভুয়ো পুলিশ অফিসার। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই জালিয়াতে ভরে গিয়েছে শহর। এরই মাঝে এবার খাস কলকাতায় মানবাধিকার সংগঠনের নামে জালিয়াতির অভিযোগ। ঘটনায় নিউটাউন থেকে গ্রেফতার ৪। মঙ্গলবার ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। কিছুদিন আগেই কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড নাড়িয়ে দিয়েছে শহরবাসীকে। সরকারি নথি জাল করে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালানোর অভিযোগ ওঠে। ভুয়ো আইএএস, ভুয়ো আইপিএসের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই এবার ভুয়ো মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি ধরা পড়ল খাস কলকাতায়। অভিযোগ উঠেছে, সোমবার রাতে নারকেলবাগান এলাকায় নিউটাউন থানার পুলিশ একটি গাড়িকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পুলিশ দেখে গাড়ির সামনের বোর্ডে লাগানো চেয়ারম্যান, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল। এরপরেই পুলিশের গাড়ির মধ্যে থাকা চার আরোহীকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। জিজ্ঞাসাবাদ করতে বেরিয়ে আসে তাদের পরিচয় আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। এরপরেই তাদের গ্রেফতার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ঘটনার তদন্ত শুরু করে ধৃতদের মধ্যে নিউটাউনের আদর্শপল্লির বাসিন্দা তারক মণ্ডল তিনিই এই চক্রের মাথা বলে মনে করছে পুলিশ। এ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার কয়েকশো আধার কার্ড

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : একটা দু'টো নয় অগুনতি কার্ড রোদে শুকোচ্ছে। আবর্জনার মধ্যে পড়ে আধার কার্ড। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ির কানকাটা মোড়ে। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এই এলাকায় একটি ফাঁকা জমিতে কাগজ কুড়ানিরা প্রতিদিন আবর্জনা এনে শুকোতে দেয়। মঙ্গলবার সকালেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু এদিন তারা প্রচুর আধার কার্ড সহ ব্যাংকের পাস বই, এটিএম কার্ড-সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র শুকোতে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। এলাকার ব্যবসায়ীরা দেখতে পান প্রায় কয়েকশো আধার কার্ড সেখানে শুকোচ্ছে। রাজু ঘড়াই নামে এক ব্যবসায়ী একটি আধার কার্ড তুলে নেন। সেখানে লেখা নম্বরে ফোন করে দীপু অধিকারী নামে একজনকে ডাকেন। তিনি এসে তাঁর মেয়ের আধার কার্ড সেখানে পেয়ে যান। মেয়ের আধার কার্ড পেয়ে দীপু অধিকারী ওই ব্যবসায়ীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "অনেকবার পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিয়েও মেয়ের আধার কার্ড পাইনি। আর দেখুন এই আবর্জনায় ওর কার্ড পড়ে রয়েছে। সরকারি কাজে এরকম গাফলতি মেনে নেওয়া যায় না।" কেন এত আধার কার্ড এখানে পড়ে রইল, কে বা কারা ফেলে রেখে গেল, তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, "কাগজ কুড়ানিরা প্রতিদিন ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলেন। কিন্তু এদিন তাঁরা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি আধার কার্ড পড়ে রয়েছে। কাছে যেতেই দেখতে পাই একটা-দু 'টো নয়, কয়েকশো কার্ড রোদে শুকোচ্ছে। কোথা থেকে এনেছে তা আমরা জানিনা।" এদিকে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর থানার পুলিশ। তারা এসে আধার কার্ডগুলো ব্যাগে করে থানায় নিয়ে যায়। কীভাবে এত আধার কার্ড কাগজ কুড়োনিদের কাছে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসমে ঈশান উদয় বৃত্তি কেলেংকারি, বরপেটায় পুলিশের জালে দশ অভিযুক্ত

বরপেটা (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ (ইউজিসি)-এর মাধ্যমে ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয় অনুদিত মেধার ভিত্তিতে স্নাতক পাঠ্যক্রমের গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রদত্ত ঈশান উদয় বৃত্তি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দশজনকে আটক করেছে পুলিশ।

ঈশান উদয় বৃত্তি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বরপেটার এমসি কলেজের কর্মচারী রতন হাজরিকাকে গ্রেফতারের পর বের হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। রতন হাজরিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে আরও ১০ অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা যথাক্রমে রূপচাঁদ আলি, শাহানুর, শহিদুল মিয়াঁ ওরফে টিপু, আসুর উদ্দিন, তারু আলি, সাদ্দাম শিকদার, দানিস খান, শম্পিয়ারা খাতুন, হালিদা বেগম এবং মহির উদ্দিন। দশ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পর রূপচান্দ আলি, শাহানুর এবং শহিদুল মিয়াঁ ওরফে টিপুকে গ্রেফতার করে বাকি অভিযুক্তকে শর্ত বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

এদিকে এই দশ অভিযুক্তের কাছে থেকে ১২টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, দুটি কম্পিউটারের প্রিন্টার, একটি ল্যাপটপ, ২৫টি এটিএম কার্ড, ১৭টি ডেবিট কার্ড, পাঁচটি ব্যাংকের পাসবুক, চেকবুক, আধার কার্ড, বহু ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও সার্টিফিকেটের কপি এবং একটি সোয়াইপ মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, হাজার হাজার ভুয়ো ছাত্রছাত্রীর নামে কোটি কোটি টাকার কেলেংকারি চক্রের মূল অভিযুক্ত বরপেটার দামালঝাড় গ্রামের জনৈক মিনহাজুল হক এবং শিলাগ্রামের রকিবুল খান পালিয়ে পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে বলে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন।

বেহাল ঘাটাল দেখতে যাচ্ছেন সাংসদ দেব

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : টানা বৃষ্টিতে বেহাল ঘাটাল। নিজের এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন সাংসদ দেব। সূত্রের খবর, বুধবার সকালের দিকেই ঘাটালের উদ্দেশে দেব রওনা দেবেন। গোটা এলাকা খতিয়ে দেখবেন তিনি। স্থানীয় মানুষদের পরিস্থিতি দেখবেন। তাঁদের অসুবিধার কথা শুনবেন।

এখনও ঘাটাল-সহ মেদিনীপুরের বেশ কিছু জায়গায় বাড়ির ছাদে উঠে মানুষকে বসবাস করতে হচ্ছে। অনেকে ত্রিপল খাটিয়ে থাকছেন। শুক্রবার থেকে তিন চাকার ইঞ্জিন ভ্যানে দিন কাটাচ্ছেন ৪৫ বছরের চম্পা দোলই। ঘর-বাড়ি ছেড়ে দুই ছেলেকে নিয়ে উঠে এসেছেন ঘাটাল চন্দ্রকোণা রাজ্য সড়কের শ্যামপুরে। একইভাবে ট্রাক্টরের উপর তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ৪০ বছরের রবি সিং ও তাঁর স্ত্রী ঝুম্পা। এমন অবস্থা অনেকেরই। এমন পরিস্থিতিতেই ঘাটালে যাচ্ছেন দেব।

বৃষ্টি কমে গেলেও ঘাটালের অবস্থা এখনও বেশ খারাপ। বহু জায়গায় জমা জল রয়েছে। দাসপুর, চন্দ্রকোণা এলাকাতেও জলের সমস্যা রয়েছে। একাধিক জায়গায় এখনও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম নৌকা। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তা হল পানীয় জলের সমস্যা। বৃষ্টিতে জমা জলের কারণে অনেক জায়গায় ট্যাপ কল পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জলের পাউচ দেওয়া হচ্ছে। তবে তা আরও বেশি প্রয়োজন বলে জানা গিয়েছে। বরাবরই নিজের কেন্দ্রে সক্রিয় দেব। করোনা আবহে একাধিক আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করেছেন তিনি। ডেবরার অফিসটিকেও আইসোলেশন সেন্টার করেছিলেন। জুন মাসে ডিভিসি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় নদীর বাঁধ উপচে ঘাটালে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ও নিজের কেন্দ্রের বাসিন্দাদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন দেব।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হলদিবাড়িতে পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের পচাগলা দেহ

হলদিবাড়ি, ৩ আগস্ট (হি. স.) : কোচিবহারের হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬২ নম্বর দরিবস এলাকার নিখোঁজের তিনদিন পর বাড়ির পিছনে পুকুর থেকে উদ্ধার হল যুবকের পচাগলা দেহ। মঙ্গলবার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হলদিবাড়ি থানার পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম ভক্ত চক্রবর্তী (২৯)। গত শনিবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এদিন বাড়ির পিছনে থাকা পুকুরে যুবকের দেহটি ভাসতে দেখেন তাঁর মা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। উদ্ধার হওয়া দেহটির গলায় দড়ি প্যাঁচানো ছিল। অন্যদিকে, পুকুর লাগোয়া গাছের একটি ডালেও দড়ি পেঁচানো ছিল। তা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান যে, যুবকের দেহটি ওই গাছের ডালে ঝুলে ছিল। পরে দড়ি ছিঁড়ে দেহটি পুকুরে পড়ে যায়। তবে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না করে কোনও কিছুই জানাতে চাইছে না পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। সঙ্গে তিনি নেশায় আসক্তও ছিলেন।

বিক্রির পথে ঐতিহ্যবাহী পদ্মশ্রী সিনেমা হল

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি. স.): মাল্টিপ্লেক্সের যুগে বর্তমানে শহরের সিঙ্গেল স্ক্রীন গুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ। পরিষেবার অভাব থেকে করোনার প্রভাব সব মিলিয়ে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন সিঙ্গেল স্ক্রিন। এবার সেই তালিকায় নাম লিখিয়ে বন্ধ হতে চলেছে পদ্মশ্রী সিনেমা হল।

একসময় শহর জুড়ে শুধুই ছিল সিঙ্গেল স্ক্রিন। সেই সময় মাল্টিপ্লেক্স ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে ঝাঁ চকচকে মাল্টিপ্লেক্স এসে সিঙ্গেল স্ক্রিন গুলোর রোজগারে বাঁধ সেধেছে। ইতিমধ্যেই সঠিকভাবে পরিচর্যার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে শহরের একাধিক সিঙ্গেল স্ক্রিন সিনেমা হল। আর এবার বিক্রি হতে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া, যাদবপুর , টালিগঞ্জ এলাকার প্রথম সিনেমা হল পদ্মশ্রী। ১৯৬০ সালে প্রায় ৭২০টি আসন সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই সিনেমা হলটি। সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার সবথেকে হিট হল ছিল পদ্মশ্রী। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ ছিল এই সিনেমা হল। এবার সেই সিনেমা হল বিক্রি করতে চলেছে হল কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর চলতি বছর পুজোর মধ্যেই বিক্রি হয়ে যেতে পারে পদ্মশ্রী হল।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ, আহত ১১

বক্সিরহাট, ৩ আগস্ট (হি. স.) : তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের শালবাড়ি ২ ও বারকোদালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে দুই দলের ১১জন কর্মী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ভারেয়া চৌপথিতে পরেশ রাভা নামে এক তৃণমূল কর্মীকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মারধর করে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূলের বারকোদালি ২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি সরজিত রাভা। তৃণমূলের এই অভিযোগকে অস্বীকার করেন বিজেপির ৩১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত দাস। তাঁর পালটা অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বেগারখাতায় তাঁদের কর্মী মৃণাল চন্দ ও ধনমতিয়ার ২২৭ নম্বর বুথ সভাপতিকে বাড়িতে ঢুকে মারধর করে।-

অন্যদিকে, সোমবার রাতে শালবাড়ির তুরকানিকুঠি বাজারে বিজেপির দলীয় দপ্তরের সামনে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ হয়। বিজেপি যুব মোর্চার জেলা কমিটির সদস্য ধীরাজ বর্মন জানান, গতকাল রাতে দলীয় কার্যালয়ে তাঁরা মিটিং করছিলেন। সেইসময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। ঘটনায় যুব মোর্চার ৩২ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের শালবাড়ি-২-এর অঞ্চল সহ সভাপতি বৈশাখ মান্তা। ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ই থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার সংযোজক উৎপল দাস জানান, তাঁরা মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করায় বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা আক্রমণ করছেন। বক্সিরহাট থানার ওসি শুভজিৎ ঝা জানান, এলাকায় পুলিশ টহল দিচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পর পর দুই কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়া 'অপরাধ', বধূকে 'খুন'করল স্বামী

মেমারি, ৩ আগস্ট (হি. স.) : পর পর কন্যাসন্তান হওয়ায় বধূর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হত। শেষ পর্যন্ত ওই বধূকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির কন্দর্পপুর গ্রামে। মৃতের নাম শাশ্বতী কর্মকার (৩১)। কালনার বেলকুলিতে তাঁর বাপের বাড়ি। ঘটনার বিষয়ে মঙ্গলবার মেমারি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন শাশ্বতীর বাবা শ্যামলকুমার ঘোষ। স্বামী বিশ্বজিৎ সরকার, শ্বশুর সুশীল সরকার ও শাশুড়ি পুষ্পাঞ্জলি সরকারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিশ্বজিৎকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার গভীর রাতে বিশ্বজিৎ ফোন করে শ্বশুর শ্যামলকুমার ঘোষকে জানায়, মেয়ে মারা গিয়েছে। শ্যামলবাবু মঙ্গলবার বলেন, "রাতেই মেমারি-২ ব্লকের পাহাড়হাটি হাসপাতালে গিয়ে দেখি মেয়ের দেহ পড়ে রয়েছে। কপালে ক্ষতচিহ্ন ও গালে কালশিটের দাগ রয়েছে। আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত। পুলিশে অভিযোগ করেছি।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ১৪ আগে শাশ্বতীর সঙ্গে বিশ্বজিতের বিয়ে হয়। তাঁদের ১১ ও ৩ বছরের দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। শ্যামলবাবুর অভিযোগ, দ্বিতীয়বার কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে তাঁর মেয়ের উপর নির্যাতন শুরু হয়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হত। এমনকী মেয়ের শ্বশুর ও শাশুড়ির প্ররোচনায় জামাই মেয়েকে মারধর করত বলেও অভিযোগ। এই নিয়ে বাবার কাছে অনেকবার জানিয়েছিলেন শাশ্বতী। এই নিয়ে দুই পরিবার একসঙ্গে বসে মিটমাটের চেষ্টা করে। সাময়িক নির্যাতন বন্ধও হয়। ফের মেয়ের উপর কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে নির্যাতন শুরু হয় বলে দাবি করেন শ্যামলবাবু।

শ্যামলবাবু দাবি করেন, "কন্যাসন্তান হওয়ার কারণেই মেয়ের উপর নির্যাতন চালাতো শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শেষ পর্যন্ত ওরা মেরেই দিল আমার মেয়েকে।" পুলিশ জিজ্ঞসাবাদের জন্য বিশ্বজিৎকে আটক করেছে। এদিন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বিধ্বংসী আগুন

হলদিয়া, ৩ আগস্ট (হি.স.): বিধ্বংসী আগুন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে। জানা গেছে, মঙ্গলবার ন্যাপথা ট্যাঙ্কারের কাছে পাইপলাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সময় আগুন লেগে যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। এক কর্মী জানিয়েছেন, ন্যাপথা ট্যাঙ্কারে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থলে এসে গিয়েছে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। অতি দাহ্য ন্যাপথা ট্যাঙ্কার জল দিয়ে আগুন নেভানো সম্ভব নয়। ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যাস। আশেপাশের দোকানগুলি খালি করছে প্রশাসন। মাইকে ঘোষণা করে শ্রমিকদের বেরিয়ে আসার অনুরোধ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর নেই। একাংশের মতে, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার জন্যই পাইপে ন্যাপথা বেশি পরিমাণে ছিল না। তার জেরে আরও বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

৯ আগস্ট থেকে প্রকাশ্য আন্দোলনে নামছে বিজেপি

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ৯ থেকে ১৬ অগস্ট বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে একগুচ্ছ দিবস পালন করবে। অর্থাৎ আগামী সপ্তাহ থেকেই রাস্তায় নামছে বিজেপির নেতা ও বিধায়করা। রা

মঙ্গলবার উদয়পুরে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলার প্রতিবাদ তৃণমূলের

ক্যানিং, ৩ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার ত্রিপুরায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভে সামিল হলেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন সকালে সাগরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে তৃণমূল। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ সহ আশপাশের এলাকার তৃণমূল কর্মীরা একত্রিত হয়ে আরও একাধিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করে সকাল থেকে। এদিন বিকেলে ভাঙড়ের কুলবেড়িয়ায় প্রতিবাদে সামিল হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূল নেতা সাবির শেখের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল ও প্রতিকি বিক্ষোভ দেখান এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

সোমবার ত্রিপুরাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর হামলা হয়। সারা রাজ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে। সারা রাজ্যের পাশাপাশি এই প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেন ভাঙড় তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেলে কুলবেড়িয়া থেকে সিক্সলেন মোড়ে মিছিল করে এসে প্রতিকি পথ অবরোধ করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক এদিন মিছিল করে পথ অবরোধ করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে চলে এই বিক্ষোভ অবরোধ। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ এর কুশ পুতুল দাহ করা হয়। এদিন তৃণমূল নেতা সাবির শেখের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা জুলফিকার মোল্লা সহ অনান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা হার-জিত জীবনের অংশ

টোকিও ও নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): সোনার দৌড় শেষ মনপ্রীত সিংদের, সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের কাছে পরাজয়ের পর পাখির চোখ এখন ব্রোঞ্জের দিকে। সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের কাছে হারের পর ভারতীয় হকি (পুরুষ) দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অধিনায়ক মনপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মনপ্রীতদের ভালো পারফরম্যান্সের জন্য প্রশংসা করার পাশাপাশি পরবর্তী ম্যাচের জন্য শুভকামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেমিফাইনালে সমানে-সমানে লড়াই হয়েছে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে। কিন্তু, ৫-২ ব্যবধানে বেলজিয়ামের কাছে হেরে গিয়েছে ভারত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমে অর্থনৈতিক অবরোধ কোভিড পরিস্থিতিতে ওষুধ ও পণ্য সংকটে মিজোরাম, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

আইজল, ৩ আগস্ট (হি.স.) : অসমে অর্থনৈতিক অবরোধের দরুন পাহাড়ি রাজ্য মিজোরাম মারাত্মক সংকটের মধ্যে পড়েছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বিশেষ করে যাঁরা কোভিড-১৯-এর সঙ্গে জীবনপণ লড়াই করছেন তাঁরা সংকটাপন্ন। বলেছেন, মিজোরাম সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আর লালথাংলিয়ানা।

এখানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আর লালথাংলিয়া বলেন, গত ২৬ জুলাই আন্তঃরাজ্য সীমান্তে সংঘর্ষের পর অসম সরকার ২৯ জুলাই গুয়াহাটিতে সকল পরিবহণ সংস্থার প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠায়, যাঁরা মিজোরামে পণ্য পরিবহণ করছে। তাদেরকে ”নিরাপত্তার কারণ”-এ এ মুহূর্তে মিজোরামে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করতে বলা হয়। এর ফলে রাজ্যে মৌলিক ওষুধ, জীবনদায়ী ওষুধ সহ কোভিড-এর ওষুধ ছাড়াও সব ধরনের পণ্য আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে মিজোরামে। এমন-কি অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেন সামগ্রী এবং কোভিড-১৯ টেস্ট কিটও অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মিজোরামগামী সব ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি অসমের কাছাড় জেলার ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়কে আটকে রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক এই দেশে কখনও কেউ তার প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণের আশ্রয় নেয়নি। ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধের অধিকার। কিন্তু অসম সরকার ও মিজোরাম সরকারের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে মূলত সব অবরুদ্ধ। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই সমস্যার সৃষ্টি হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আর লালথাংলিয়ানা।

তিনি বলেন, দেশের একটি অঙ্গ রাজ্য হিসেবে সংকটজনক এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সৌহার্দ্যপূর্ণ, ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং হস্তক্ষেপের অধিকারী তাঁরা। কেননা, এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ পাওয়ার অধিকার আছে এবং এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এই দেশের মৌলিক আইনের পরিপন্থী।

মিজোরাম সরকার প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছে, যত শীঘ্র সম্ভব মিজোরামের এই সংকটজনক মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করার জন্য। যে কোনও স্বাস্থ্য সংকট যাতে পাহাড়ি এই রাজ্যকে গ্রাস করতে না পারে এর ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

অসদাচরণের কোনও স্থান নেই লোকসভায় জানালেন কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): অধিবেশন শুধু শুরু হওয়ার অপেক্ষা, অধিবেশন শুরু হতেই বিরোধী সাংসদদের তুমুল হইচইয়ের কারণে মুলতবি করে দিতে হচ্ছে সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন। এই হইহট্টগোলের জন্য বিরোধী সাংসদদের নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, 'অসদাচরণের কোনও স্থান নেই লোকসভায়।'

শান্তি ফিরছেই না সংসদে, বিরোধী সাংসদদের হইহট্টগোল চলছেই! পেগাসাস, কৃষি বিল-সহ অন্যান্য ইস্যুতে মঙ্গলবারও দফায় দফায় উত্তাল হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষ। তুমুল হইচইয়ের কারণে প্রথমে দুপুর বারোটা, তারপর দুপুর দু”টো পর্যন্ত রাজ্যসভা ও লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। রাজ্যসভায় এদিন ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। এদিন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেছেন, 'বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য বিরোধীদের অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তাঁরা প্রস্তুত নয়। অনেকটা কৃষকদের সংগঠনের মতো, কোনও প্রস্তাব নেই, কিন্তু শুধুই হইচই করছে।'

অসম সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রদেশ বিজেপির ব্যস্ততা তুঙ্গে

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের প্রস্তাবিত অসম সফরকে কেন্দ্র করে প্রদেশ বিজেপির ব্যস্ততা চরম পর্যায়ে। চলতি মাসের ১৮ তারিখ তিনি গুয়াহাটি পৌঁছবেন। ওইদিনই তিনি আগামী লোকসভা নির্বাচনের শঙ্খনাদ হিসেবে 'আশীর্বাদ যাত্রা'র শুভারম্ভ করবেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা আজ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সফরসূচির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সফরকে ঘিরে প্রস্তুতি পর্ব জোরকদমে চলছে। জাহাজ, বন্দর, জল পরিবহণ ও আয়ুষ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো নিজের রাজ্যে আসছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। শপথ নেওয়ার পর থেকেই নিজের মন্ত্রালয়ের কাজে দিল্লিতে ব্যস্ত তিনি। চলতি মাসের ১৮ তারিখ তিনি গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন প্রদেশ বিজেপির নেতৃবৃন্দ। ওইদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশানুসারে গুয়াহাটিতে ”আশীর্বাদ যাত্রা”র শুভারম্ভ করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

পরেরদিন অর্থাৎ ১৯ তারিখ নগাঁও এবং মরিগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে আশীর্বাদ যাত্রা। ওইদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল কাজিরাঙা গেস্ট হাউসে নিশি যাপন করবেন। পরেরদিন ২০ তারিখ যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রে আশীর্বাদ যাত্রার সমাপন অনুষ্ঠান হবে। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আশীর্বাদ যাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গী হবেন। অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা নিজেও এই আশীর্বাদ যাত্রায় শামিল হবেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি।

ভবেশ কলিতা এদিন সংবাদ মাধ্যমকে আরও জানান, ৪৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমগ্র দেশে আশীর্বাদ যাত্রায় শামিল হবেন। ২০২৪ সালে পুনরায় দেশ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে আশীর্বাদ যাত্রার মাধ্যমে সমগ্র দেশের জনগণের আশীর্বাদ কামনা করবেন দলীয় নেতা মন্ত্রীগণ। আর এই আশীর্বাদ যাত্রার আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ এ রাজ্য থেকে হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

উদয়পুরে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ আগস্ট।। দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর পুরপরিষদে এলাকায় বাইক- স্কুটি , সাইকেল, অটো রিক্সা, মালবাহী গাড়ি সহ ব্যক্তিগত উদ্যোগের গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , প্রাক্তন গোমতি জেলা শাসক ড: টি কে দেবনাথ , প্রাক্তন জেলা পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডি, মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সেন্ট্রাল রোড স্থিত ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সংলগ্ন পুরপরিষদের জায়গায় পার্কিংয়ের ব্যাবস্থা করলেও পেড পার্কিং জোনে কেউ যেতে রাজি নয়। তাই নিউ টাউন রোড, বাটা গলি, বাংলা বাজার গলি সহ যত্রতত্র অবৈধ পার্কিং করে রাস্তায় হাঁটা চলার অসুবিধা হয় ও দুর্ঘটনা প্রতিদিনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা দূরীকরণে উদয়পুর প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গোমতি জেলা পুলিশ সুপার সাস্বত কুমার , গোমতি জেলা শাসক রাভেল হেমন্ত কুমার ও ট্রাফিক দপ্তরে কয়েক বার বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই যত্রতত্র অবৈধ পার্কিং রুখতে আজ উদয়পুর ট্রাফিক দপ্তর থেকে ডেবরা ক্লিপ লকিংয়ের মাধ্যমে বাইক মালিকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে দুর্ঘটনা রোখার এই অভিনব উদ্যোগকে সবাই স্বাগত জানিয়েছেন।এক দিকে সরকারের আয় হবে অন্য দিকে বাইক ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উদয়পুর ট্রাফিকের ডেপুটি এস পি রোহিন জমাতিয়া।

আন্দোলন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি এলাকার মুঙ্গিয়াকামি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও বলরাম কোবরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা সকাল ১০:৩০ মিঃ থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। এতে যাত্রী সহ জনসাধারণকে ব্যাপক দূর্ভোগে পড়তে হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তার দু”পাশে ছোট-বড়ো বিভিন্ন প্রকার যান আটকে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মুঙ্গিয়াকামি বিদ্যালয় পরিদর্শক। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরে দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টা পর ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। এবং জাতীয় সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার আন্দোলনে পেছনে যারা মদত দিচ্ছে, একাংশ অভিভাবক অভিভাবিকা মহল অভিমত এক রাজনৈতিক দলকে ফায়দা তোলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। যা অদূর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকবে কিনা প্রশ্ন তুলেছে শুভ বুদ্ধি জনগণও।

এদিকে, একই লোক একই ইউনিফর্ম তাতে কিসের ইঙ্গিত? কোনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ইঙ্গিত নইতো। প্রশ্নটা গোটা রাজ্যের মুখ্য মানুষদের নয় প্রশ্নটা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ জনগণ সহ একাংশ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের। মঙ্গলবার দুপুরে তৈদু বাজার সংলগ্ন দুটি জায়গায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষায় মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা তৈদু-অমরপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এই দিন তৈদু থানা সংলগ্ন ব্রিজের সামনে এবং সিঙ্গির ছড়া চৌমুনীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনুর্তীণ একাংশ জাতি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা পাশের দাবিতে অবরোধে বসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ ও প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকরা সহ বিধায়ক সিন্ধু কুমার দেববর্মা। অবরোধকারী অনুত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে দফায় দফায় চলে আলোচনা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা সহ বিধায়ক। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয় নি।

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলন আরও তীব্রতর মুখী হয়।পরবর্তীতে অবরোধ চলাকালীন তৈদু অমরপুর জাতীয় সড়কের মাঝখানে গাড়ির টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে পর্ষদে পাশের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন আরও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ধারণ করে। বর্তমানে গোটা এলাকা জুড়ে থমথমে চাঞ্চল্যকর ও উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যদিও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোটা তৈদু এলাকা জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর পুলিশ ওঠছট্ট বাহিনী। সন্ধ্যা নাগাদ ব্রীজের মধ্যে পথ অবরোধ কারী ছাত্রছাত্রীরা অবরোধমুক্ত করে থাকলেও সিঙ্গির ছড়া চৌমুনীতে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যার পরেও আগুন ধরিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। রাত আনুমানিক নটা নাগাদ ছাত্রীরা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ মুক্ত করে। এদিকে একাংশ প্রবীণ নাগরিকদের অভিমত পুলিশ আন্দোলনে কোন এক রাজনৈতিক দলকে ফাইদা কামিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই পুলিশ আন্দোলনের নেতা কোথায়? যার পুনরাবৃত্তি কি ঘটবে ছাত্র-ছাত্রী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অবরোধও গড়ে তুলেন।একই ভাবে ২৬ জুলাই মিজোরাম থেকে আসা রিয়াং ব্রু শরণার্থীরা সানীয় চড়াই ও হালাম সম্প্রদায়ের ভূমিপুত্রদের উপর আক্রমণ চালায়।উত্তর জেলার দামছড়ার চড়াই ও হালাম ভূমিপুত্ররা আক্রান্ত হয়ে আশ্রয় নেন অসমের সীমান্তবর্তী এলাকায়।এককথায় মিজোরাম-অসম সীমান্তে যেভাবে অবৈধভাবে মিজো আগ্রাসন জারি রেখেছে তেমনি ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তাদের ভাবনা একই।

এদিকে অসম প্রশাসন ও সানীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবরোধে ফলে মিজোরামে চরম খাদ্য ও জ্বালানীর সংকট দেখা দেয়।কিন্তু ৩১ জুলাই থেকে উত্তর জেলার দামছড়ার দশরথ সেতু দিয়ে মিজোরামে শত শত পণ্যবাহী ও জ্বালানির গাড়ি প্রবেশ করতে শুরু করে।তারই প্রতিবাদে গত রবিবার বিকেল তিনটায় অসমের বরাক উপত্যকার সাধারণ জনগণ একটি মেমোরেন্ডাম প্রদান করে সানীয় পুলিশ প্রশাসনের নিকট।মেমোরেন্ডামে বারো ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়,যদি ত্রিপুরা সরকার মিজোরামে পণ্য সামগ্রী রপ্তানি বন্ধ না করে তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অসম-ত্রিপুরা ৮নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অর্থনৈতিক অবরোধে বসবে। কিন্তু তাতেও ত্রিপুরা সরকারের কোন তৎপরতা না পেয়ে সোমবার সকাল থেকে অসমের বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার লোহার পোয়া এলাকায় ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন সানীয় জনগণ।চলতে থাকে অর্থনৈতিক পথ অবরোধ।টানা সাত ঘন্টা পথ অবরোধের পর ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়, মিজোরাম সরকারকে কোন ধরনের পন্য সামগ্রী ও জ্বালানি সরবরাহ করবেনা ত্রিপুরা সরকার।

পাশাপাশি ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হবে। ত্রিপুরা সরকারের আশ্বাসে উত্তেজিত জনগন পথ অবরোধকারীরা তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বর্তমানেও ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আশ্বস্ত করার পরও মিজোরাম সরকারকে পন্য সামগ্রী ও জ্বালানি সরবরাহ করে সাহায্য করে যাচ্ছে এই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অসমের সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জ জেলার জনগন। জনগন অভিযোগ করে বলেন, ত্রিপুরা সরকার পথ অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।কথা দিয়ে কথা রাখেনি ত্রিপুরা সরকার। করিমগঞ্জ জেলার জনগন আরো অভিযোগ করে বলেন, উত্তর জেলার দামছড়া থানার পুলিশ মোটা টাকা কামানোর লালসায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে মিজোরাম সরকারকে।তাই আগামীকাল থেকে পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃহত্তর ভাবে অর্থনৈতিক অবরোধের বসছে বরাক উপত্যকার জনগন।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

করে দেন। গ্রামবাসীরা জানান যে, আলমাস আলী নিতান্তই গরীব এবং পেশায় ডেকোরেটারের শ্রমিক। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার ওসি-এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। জিসিএম জয়ন্ত জমাতিয়াও ঘটনা স্থলে গিয়ে আলমাস আলীর চিকিৎসার দায়ভার সরকারিভাবে নেওয়ার আশ্বাস দেন। গ্রামবাসীদের উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দেওয়ার পর গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

অবরোধকারীরা জানায় , রাস্তা অবরোধ সকাল সাড়ে দশটা থেকে প্রায় তিন ঘন্টা চললেও প্রায় একঘন্টা পর কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অথচ কৈলাসহর থানা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। তবে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, দুই গাড়ির মধ্যে অভার টেক নিয়েই মূল ঘটনার সূত্রপাত। যে গাড়ির চালক ওভারটেক করেছিল তাকে না পেয়ে আন্দাজ করে নিরপরাধ আলমাস আলীকে বেধড়ক মারধর করে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, নিরপরাধ আলমাস আলী নিজে কোনো দিন গাড়িও চালায় নি বলেও জানা যায়। অথচ, সিন্ডিকেটের শ্রমিকরা আলমাস আলীকে গাড়ির চালক ভেবে বেধড়ক মারধর করায় গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

সম্পাদকমণ্ডলী নিহত দেশপ্রেমিক জওয়ানদের আত্মীয়-পরিজনদের গভীর শোক জানাচ্ছে, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

সি পি আই (এম) বেশ কয়েকটি সংবাদ সম্মেলনে রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকায় এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা এবং আরও কিছু যুবককে সন্ত্রাসবাদের বন্ধ্যা পথে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য আরক্ষা বাহিনী ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। কিন্তু এ সতর্কতা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরং কয়েকটি টি এস আর ব্যাটেলিয়নকে রাজ্যান্তরে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী সীমান্ত সুরক্ষিত করতে যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে এবং টি এস আর ব্যাটেলিয়ন ফিরিয়ে আনা, শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানাচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্

এগিয়ে থাকার সুযোগ নিতে ব্যর্থ মনপ্রীতরা দাবি ভারতীয় হকি দলের প্রশিক্ষককের

টোকিও, ৩ আগস্ট (হি.স.): সেমিফাইনালে মনপ্রীতদের হার মেনে নিতে পারছেন না ভারতীয় পুরুষ দলের হকি দলের প্রশিক্ষক গ্রাহাম রেইড। তাঁর মতে ভারত যখন প্রথম কোয়ার্টারে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, তখনই আরও গোল করে নিজেদের ফাইনালে ওঠার রাস্তা পাকা করতে হত। সেটাই পারলেন না মনপ্রীত সিংহরা।

মঙ্গলবার সকালে টোকিও অলিম্পিকে পুরুষদের সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে -২-৫ ব্যবধানে হেরে ফাইনালের আশা শেষ ভারতের। ম্যাচ শেষে গ্রাহাম বলেন, "ম্যাচ জেতার প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছিলাম আমরা। বেলজিয়াম ম্যাচে ফিরতে চাইবে সেটা তো জানাই ছিল। বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ওরা। ২-১ গোলে যখন এগিয়ে ছিলাম সেই সময়ই নিজেদের গুছিয়ে নিতে হত। কিন্তু আমরা সেটাই পারলাম না। যার দাম দিতে হল আমাদের। পেনাল্টি কর্নার থেকে সুবিধা নিতে পেরেছে ওরা। এখনকার খেলায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কখন বিপক্ষ ১০ জনে খেলছে। সেই সময় সুবিধা নিতে হয়। মাঠে ১১ জন খেলোয়াড় থাকা খুব জরুরি।"

গ্রাহামের মতে ছন্দে থাকাটাও ভীষণ দরকার। এক বার ছন্দ হারিয়ে গেলে ফেরা মুশকিল। গ্রাহাম বলেন, "হকিতে ছন্দ খুব জরুরি। একটা সবুজ কার্ড, একজনের বসে যাওয়াই ছন্দ নষ্ট করে দিতে পারে। বেলজিয়ামের মত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তখন ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যায়। তৃতীয় হতে গেলে অস্ট্রেলিয়া বা জার্মানির মত দলকে হারাতে হবে। সেটার জন্য নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। ব্রোঞ্জের জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছি। মানসিক ভাবে তৈরি থাকতে হবে এই লড়াইয়ের জন্য।"

৫-২ ব্যবধানে বেলজিয়ামের কাছে হার, স্বপ্নভঙ্গ মনপ্রীতদের

টোকিও, ৩ আগস্ট (হি.স.): সোনা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল মনপ্রীত-শ্রীজেশদের। সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের কাছে হেরে গেল ভারতের পুরুষ হকি টিম। ৫-২ ব্যবধানে বেলজিয়ামের কাছে হেরে গেল ভারত। ফলে এবার ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে নামবেন মনপ্রীতরা। মঙ্গলবার সকালে ভারত-বেলজিয়ামের খেলা দেখছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বেলজিয়ামের কাছে ভারতের হারের পর টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'হার-জিত জীবনের একটি অংশ। টোকিও অলিম্পিকে নিজেদের সেরাটা দিয়েছে আমাদের পুরুষ হকি দিল, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী ম্যাচ ও ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা করছি। আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য ভারত গর্বিত।'

সেমিফাইনালে সমানে-সমানে লড়াই হয়েছে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে। শুরু থেকেই বলের দখল ছিল মনপ্রীতদের কাছে। ভারতও বেশ কিছু পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। একাধিক পেনাল্টি কর্নার পায় বেলজিয়াম। সেই সুবিধা নিয়ে ভারতকে হারিয়ে দিল তারা। প্রথম কোয়ার্টারে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল ভারতই। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে গোল শোধ করে দেয় বেলজিয়াম। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই পরপর পেনাল্টি কর্ণার আদায় করে নেয় বেলজিয়াম। ম্যাচের ১৭ মিনিটের মাথায় উপর্যুপরি তিনটি পেনাল্টি কর্ণার সেভ করে ভারত।

২৭ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে যায় বেলজিয়াম। যদিও ভারত এযাত্রায় পতন রোধ করে। আলেকজান্ডারের শট প্রতিহত হয়। ভারত ফ্রি-হিট পেয়ে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সুযোগ তৈরি করে বেলজিয়াম। অ্যান্তোইন কিনার শট পোস্টের বাইরে চলে যায়। ৩৮ মিনিটের মাথায় ভারত পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে যায়। ডানদিক ধরে আক্রমণে উঠেছিলেন মনপ্রীত। বেজলিয়াম ভিডিও রেফারেলের আবেদন জানায়। রেফারেল কাজে লাগেনি। ফলে রেফারেল খোয়ায় বেলজিয়াম। সুযোগ তৈরি হয় ভারতের সামনে। যদিও পোনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করতে পারেনি ভারত। হরমনপ্রীতের শট বাঁচিয়ে দেয় বেলজিয়াম।

তৃতীয় কোয়ার্টারের খেলা শেষে ম্যাচের স্কোর-লাইন ২-২। তৃতীয় কোয়ার্টারে কোনও দলই প্রতিপক্ষের গোলমুখ খুলতে পারেনি। প্রথম কোয়ার্টারে ভারত দু"টি ও বেলজিয়াম ১টি গোল করে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বেলজিয়াম আরও ১টি গোল করে। ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিটের খেলা বাকি ছিল তখন। শেষ কোয়ার্টারের শুরুতেই গ্রিন কার্ড দেখেন মনপ্রীত। ফলে ২ মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় ভারত অধিনায়ককে। মনপ্রীত মাঠ ছাড়ার পরেই পরপর তিনটি পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে যায় বেলজিয়াম। দু"বার ভারত গোল বাঁচালেও তৃতীয় বারের প্রচেষ্টায় সাফল্য পায় বেলজিয়াম। ৪৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করেন আলেকজান্ডার। বেলজিয়াম ৩-২ গোলে এগিয়ে যায়। টুর্নামেন্টে এটি আলেকজান্ডারের ১৩ নম্বর গোল। ৫২ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি কর্ণার পেয়ে যায় বেলজিয়াম। অমিত দলের পতন রোধ করেন। ৫২ মিনিটে আরও দু"টি পেনাল্টি কর্ণার বাঁচায় ভারত। ৫৩ মিনিটের মাথায় এবার পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন আলেকজান্ডার হেনড্রিক্স। বেলজিয়াম ৪-২ গোলের লিড নেয়। ম্যাচে এটি তাঁর তৃতীয় এবং টুর্নামেন্টে ১৪ নম্বর গোল। ৬০ মিনিটের মাথায় ডোহমেনের গোলে ৫-২ লিড নেয় বেলজিয়াম। ম্যাচের ৬ সেকেন্ড বাকি থাকতে ভারতের ওপেন জালে বল জড়ান ডোহমেন।

চতুর্থ কোয়ার্টারের খেলা শেষে বেলজিয়াম ৫-২ গোলে জয় তুলে নিয়ে টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে জায়গা করে নেয়। ভারত সেমিফাইনালে হারলেও তাঁদের সামনে ব্রোঞ্জ জয়ের সুযোগ রয়েছে এখনও। অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির মধ্যে অপর সেমিফাইনাল ম্যাচে যে দল পরাজিত হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে মাঠে নামবেন মনপ্রীতরা। প্রসঙ্গত, গ্রেট ব্রিটেনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছিলেন মনপ্রীতরা। বেলজিয়াম কোয়ার্টার ফাইনালে ৩-১ গোলে পরাজিত করে স্পেনকে। সেমিফাইনালের মুখোমুখি সাক্ষাতে ভারতকে হার মানতে হয় বেলজিয়ামের কাছে।

মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৬২ কেজি বিভাগের প্রথম বাউটে হেরে গেলেন সোনম

টোকিও, ৩ আগস্ট (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকের ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে হার দিয়ে অভিযান শুরু হল ভারতের।মঙ্গলবারই কুস্তির ম্যাটে অভিযান শুরু করে ভারত। শুরুতেই মেয়েদের ৬২ কেজি বিভাগের প্রথম বাউটে হেরে গেলেন সোনম মালিক।

কুস্তি থেকে পদকের আশায় রয়েছে ভারতীয় শিবির। তবে কুস্তিতে ভারতের শুরুটা মনে রাখার মতো হল না। মেয়েদের ৬২ কেজি বিভাগের প্রথম বাউটে হেরে গেলেন সোনম মালিক। মঙ্গোলিয়ার কুস্তিগীর বোলরতুয়া খুরেলখুর বিরুদ্ধে দু"টি রাউন্ডেই দুরন্ত লড়াই চালান সোনম। তিনি একসময় ২-০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে খুরেলখু বাউটে ২-২ সমতা ফেরান। শেষ পয়েন্ট সংগ্রহ করা মঙ্গোলিয়ান কুস্তিগীরকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

প্রথম ম্যাচে হারলেও পদকের লড়াই থেকে ছিটকে যাবেন কিনা সোনম, সেটা ততণাৎ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা মঙ্গোলিয়ান কুস্তিগীর যদি ফাইনালে উঠতেন, তবে রেপেচাজে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে নামতে পারতেন সোনম। যদিও সেই সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় খুরেলখু কোয়ার্টার ফাইনাল বাউটে হেরে যাওয়ায়। কোয়ার্টার ফাইনালে খুরেলখুকে ১০-০ ব্যবধানে টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটির নিরিখে পরাজিত করেন বুলগেরিয়ার তাইব মুস্তাফা য়ুসেইন। খুরেলখুর ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা না থাকায় বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় সোনমের।

অস্ট্রেলিয়ানরা নষ্ট করেছে বিছানা, ছিদ্র করেছে দেয়াল!

নষ্ট করেছেন বিছানাপত্র; দেয়ালে করেছেন ছিদ্র! অলিম্পিকস ভিলেজের হোটেল রুম ছেড়ে যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাথলেটরা এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে টোকিও অলিম্পিকসের আয়োজক কমিটি। এখানেই শেষ নয়। আয়োজকরা আরও জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার কিছু অ্যাথলেটরা দেশে ফেরার পথে ফ্লাইটে 'অগ্রহণযোগ্য আচরণ' করেছেন।

তবে এসব অভিযোগ খুব একটা আমলে নিতে চান না অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার দলনেতা ইয়ান চেস্টারম্যান। অ্যাথলেটরা ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না জানিয়েছেন তিনি।

চেস্টারম্যানের মতে, যা ক্ষতি হয়েছে 'সেটা সামান্য' এবং 'কার্ডবোর্ডের তৈরি বিছানা ভেঙে যাওয়া কোন কঠিন বিষয় নয়'।

"কিছু তরুণ একটা ভুল করেছে। তারা রুম যেভাবে ছেড়েছে, সেটা অগ্রহণযোগ্য। তবে রুমগুলো কোনোভাবেই পুরোপুরি আবর্জনার স্তুপ বানানো হয়নি।"

অস্ট্রেলিয়ার অলিম্পিক কমিটি অবশ্য জানিয়েছে, শুক্রবার দেশে ফেরার সময় ফ্লাইটে উগ্র আচরণের তদন্তে নেমেছে ফুটবল ও রাগবি ইউনিয়ন।

রাগবি ইউনিয়ন জানায়, অস্ট্রেলিয়া দলের অফিশিয়ালদের কাছ থেকে ফ্লাইটে রাগবি ও ফুটবল দলের 'অগ্রহণযোগ্য' আচরণের ব্যাপারে জানার পর তারা নিজস্ব তদন্ত শুরু করেছে।

অস্ট্রেলিয়া অলিম্পিক কমিটির প্রধান নির্বাহী ম্যাট ক্যারল বলেছেন, ফ্লাইটের দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদের থেকে তারা কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাননি। তবে জানান, "অগ্রহণযোগ্য আচরণ তাদের নজরে আনা হয়েছে।"

অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ রাগবি সেভেন দল কোয়ার্টার-ফাইনালে ফিজির কাছে হেরে বিদায় নেয়। পুরুষ ফুটবল দল টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়েছে। মহিলা দল অবশ্য এখনো টিকে আছে গেমসে - বৃহস্পতিবার ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।

শটপুটে ব্যর্থ তাজিন্দরউঠতে পারলেন না ফাইনালে

টোকিও, ৩ আগস্ট (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে মঙ্গলবার ব্যর্থ হলেন তাজিন্দরপাল সিং তুরও। ছেলেদের শটপুটের ফাইনালে উঠতে পারলেন না তাজিন্দর। ভারতীয় অ্যাথলিট যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ-এ"র লড়াইয়ে ১৬ জনের মধ্যে ১৩ নম্বরে শেষ করে থেকে যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই ছিটকে গেলেন ভারতীয় তারকা। গ্রুপ-বি"তে রয়েছেন আরও ১৫ জন অ্যাথলিট। দু"টি গ্রুপের মোট ৩১জন অ্যাথলিটের মধ্যে ফাইনালে উঠবেন ১২ জন। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ২১.২০ মিটার দূরে ছুঁড়তে পারলেই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা যাবে। অথবা দু"টি গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে ছোঁড়া মোট ১২ জন অ্যাথলিট ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবেন। তাজিন্দরপাল সিং তুরের ব্যক্তিগত সেরা পারফর্ম্যান্স হল ২১.৪৯ মিটার। সুতরাং, টোকিওয় নিজের সেরা পারফর্ম্যান্স মেলে ধরতে পারলে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে অসুবিধা হত না তাঁর।কিন্তু এদিন শটপুটে ১৯.৯৯ মিটার ছুড়ে তেজিন্দর শেষ করলেন ১৩ নম্বরে। যার ফলে ফাইনালেই উঠতে পারলেন না তিনি। প্রসঙ্গত, আজ দিনের শুরুতেই হেরে গিয়েছিলেন অনু রানী। মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোতে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেন তিনি। গ্রুপ এ-র লড়াইয়ে ১৪ নম্বরে শেষ করেন অনু। ফাইনালে ওঠাই হল না তাঁর। এরপর সেমিফাইনালেবেলজিয়ামের কাছে ২-৫ ব্যবধানে হেরে যায় ভারতীয় হকি দল। ব্রোঞ্জের জন্য লড়বেন তাঁরা। অন্যদিকে, আজ থেকেই শুরু হয়েছে কুস্তি। প্রথম দিন ভারতের হয়ে নেমেছিলেন সোনম মালিক। কিন্তু মঙ্গোলিয়ার বলরতুয়া খুরেলখুর কাছে হেরে যান তিনি। পরের রাউন্ডে খুরেলখু হেরে যাওয়ায় সোনম দ্বিতীয় সুযোগও পেলেন না।

জাপানের স্বপ্ন ভেঙে ফাইনালে স্পেন

অতিরিক্ত সময়ে পার্থক্য গড়ে দিলেন মার্কো আসেনসিও। স্বাগতিক জাপানের স্বপ্ন ভেঙে টোকিও অলিম্পিকসে ফুটবল ইভেন্টের ফাইনাল উঠল স্পেন।

সাইতামা স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার পুরুষ ফুটবলের দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে জাপানকে ১-০ গোলে হারায় স্পেন। নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষের পর ১১৫তম মিনিটে বাঁকানো শটে দলকে এগিয়ে নেন আসেনসিও। এ গোলেই শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত হয় স্প্যানিশদের।

১৯৯২ সালে বার্সেলোনা অলিম্পিকসে সবশেষ ফুটবলের সোনা জিতেছিল স্পেন। ২০০০ সালে সিডনির আসরে হয়েছিল রানার্সআপ।

২০১৬ সালে রিও দে জেনেইরো অলিম্পিকসে ফুটবলের সোনা জেতা ব্রাজিল প্রথম সেমি-ফাইনাল জিতে ফাইনালের মঞ্চে উঠেছে। গোলশূন্য সমতার পর টাইব্রেকারে মেক্সিকোকে ৪-১ ব্যবধানে হারায় তারা।

আগামী শনিবার সোনার লড়াইয়ে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে স্পেন।

টোকিও থেকে দিল্লি ফিরলেন সিন্ধু, উচ্ছ্বসিত ব্যাডমিন্টন তারকা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): টোকিও থেকে দিল্লি ফিরলেন দেশের গর্ব, ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু। মঙ্গলবার দিল্লিতে ফিরেছেন অলিম্পিকে মহিলাদের সিঙ্গলসে (ব্যাডমিন্টন) ব্রোঞ্জ পদক জয়ী পি ভি সিন্ধু। দেশের মাটিতে পা রাখার পর সিন্ধু জানিয়েছেন, 'আমি ভীষণ খুশি ও উচ্ছ্বসিত। আমাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করার জন্য ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন-সহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই সময়টা ভীষণ আনন্দের।'

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধু। টোকিও অলিম্পিকে দেশকে গর্বিত করেছেন সিন্ধু। টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী পি ভি সিন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছে গোটা দেশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CORRIGENDUM
Please read tender fee **Rs.1000.00** for each DNIT instead of tender fee -- nil, against **PNIT No-16/EE/DWS-I/ 2021-22** published circulated vide this office Memo No. F. 12(3) / FE / DWS-I/ 3495-534 dated 26-07-2021. All other terms & condition will remain unchanged.
Executive Engineer
DWS Division
Agartala-1
Agartala Tripura (W).
ICA-C-1573/2021-22

Press Notice Inviting Short Quotation For Carrying Out Audit Of Accounts of NFSM Activities on Rice, Pulse, Coarse Cereals, Nutri Cereals, Commercial Crops, Oilseeds & Tree Born Oilseeds for the financial year 2020-2021
Sealed Short Quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from the CAG empanelled Chartered Accountants/Firms having ICAI registration for carrying out the audit (2nd Call) of the annual accounts of NFSM activities under the jurisdiction of the Department of Agriculture, Tripura for the financial year 2020-21.
Short Quotations will be received on **9th August, 2021 up to 2.00 PM** and will be opened on the same day at 3.00 PM, if possible, and if not, on the next day.
The Format of quotation documents etc. along with terms & conditions in details can be had from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the website- **www.agri.tripura.gov.in**
(Goutam Majumder)
Joint Director of Agriculture (Res.)
Mission Director-NFSM
SARS, A.D Nagar, Agartala
ICA-C-1585/2021-22

NOTICE INVITING TENDER Dt:- 07/2021
Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Government of Tripura from the bonafide registered local supplier/ growers/Firm Co-operative Society for supplying the planting materials, fencing materials, Vermi-compost/organic manure, & Citizen Information Board etc. under MGNREGA scheme at different field areas of 7(seven) Block under 3(three) sericulture cluster of South Tripura Viz, Santirbazar, Radhanagar & Kalachara cluster under the Asstt. Director (Sericulture), South Tripura during the year 2021-22.
Date of Dropping: 06-08-2021 to 10-08-2021 (from 11 AM to 2 PM)
Date of opening: 10-08-2021 at 3 P.M.
Venue of dropping & opening: O/o Asstt. Director (Sericulture), Sericulture Training Institute, Santirbazar, South Tripura.
Each Tenderer can drop only against 1 (one) cluster. The authority & his committee deserve all right to accept or reject the tender at his discretionary power.
Terms & condition of the tendered items will be available in the office of the undersigned in office hours only up to 10/08/2021 on payment of Rs.300/-
Sd/- (Tapas Mog)
Handloom Development Officer
Sericulture Training Institute
Santirbazar: South Tripura
ICA-C-1566/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/29/2021-22 Dated:-29/07/2021

Sl. No	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (IN RS.)	EARNEST MONEY (IN RS.)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIMEFOR RECEIPT OFAPPLICATION FOR ISSUEOF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/94	Rs. 4,48,082.00	Rs. 4,481.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 09/08/2021	At 15.00 Hrs on 11/08/2021
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/95	Rs. 4,48,082.00	Rs. 4,481.00			
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/96	Rs. 3,73,521.00	Rs. 3,735.00			
4	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/97	Rs. 3,73,403.00	Rs. 3,734.00			
5	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/98	Rs. 4,85,419.00	Rs. 4,854.00			
6	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/99	Rs. 4,85,081.00	Rs. 4,481.00			

The tender documents are available for inspection in the office of the **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura** from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.
For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (Er. BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
ICA-C-1583/2021-22

মঙ্গলবার বিভিন্ন দাবীতে রাজধানী আগরতলায় ডিওয়াইএফআই এর প্রতিবাদ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কদমতলা কুর্তি ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের বাই সাইকেল র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ আগস্ট।। পেট্রোল,ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তরের ৫৪ নং কদমতলা ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের বাই সাইকেল রেলি।আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় কদমতলা বাজার থেকে এক প্রতিবাদী বাই সাইকেল রেলি শুরু হয়।তারপর প্রেমতলার বুক চিরে বাই সাইকেল রেলিটি চুরাইবাড়িতে যায়।সেখান থেকে পুনরায় রেলিটি প্রেমতলা বাজারে এসে সমাপ্ত হয়।মূলত প্রদেশ কংগ্রেসের আদেশ অনুসারে জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গোটা রাজ্য ব্যাপি কংগ্রেস দলের বাই সাইকেল রেলির মাধ্যমে প্রতিবাদ চলছে।তারই অঙ্গ হিসেবে আজ ৫৪ কদমতলা কুর্তি ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকের বাই সাইকেল রেলির আয়োজন।

আজকের বাই সাইকেল রেলিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেস সহ-সভাপতি বশির আলি সহ ব্লক ও যুব কংগ্রেসের সকল নেতৃত্ব সহ দলীয় কর্মী গন। আজকের বাই সাইকেল রেলি শেষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি ও এনডিএ জোট সরকার যে ভাবে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করছে তা ভারতবাসীর নাগালের বাইরে।এভাবে জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হতে থাকলে মানুষ বেঁচে থাকা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়বছ। তাছাড়া বিশ্বের বাজারে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্য নাগালের মধ্যে থাকলেও ভারতবর্ষে তা আকাশ ছোঁয়া কেন? যেহেতু কেন্দ্র সরকার জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির লাগাম টানতে ব্যার্থ তাই বিজেপি ও এনডিএ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন প্রদেশ সহসভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রকোপ কৃষকদের উপরও পড়ছে। কেননা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে গেলে জ্বালানি তেলের প্রয়োজন।আর জ্বালানি তেলের মূল্য আকাশ ছোঁয়া হবার কারণে কৃষকরা কৃষি কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।যা আগামী দিনে দেশের জন্য অশনি সংকেত।

তাছাড়া প্রদেশ সহসভাপতি আরো বলেন, আজকের ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের বাই সাইকেল রেলির মূল উদ্দেশ্য হলো, জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য লাগু করা। অন্যথায় কংগ্রেস দলের প্রতিবাদ আগামী দিনেও বৃহত্তর হবে।

সাইকেল চালিয়ে সংসদে রাহুল-সহ বিরোধীরা, প্রাতরাশ বৈঠকে গেল না আপ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): কনস্টিটিউশন ক্লাবে প্রাতরাশ বৈঠক শেষে সাইকেল চালিয়ে সংসদে গেলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-সহ অন্যান্য বিরোধীরা। কনস্টিটিউশন ক্লাবে রাহুল গান্ধীর ডাকা প্রাতরাশ বৈঠকে কংগ্রেস, এনসিপি, শিবসেনা, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, সিপিআই (এম), সিপিআই, আইইউএমএল, আরএসপি, কেরল কংগ্রেস (এম), ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, ন্যাশনাল কনফারেন্স, তৃণমূল ও লোকতান্ত্রিক জনতা দল যোগ দিলেও, বৈঠকে যোগ দেয়নি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। এদিন সকালে কনস্টিটিউশন ক্লাবে প্রাতরাশ বৈঠক শেষে সাইকেল চালিয়েই সংসদে যান বিরোধীরা।

বিরোধীদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এদিন রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'কণ্ঠস্বর (মানুষের) যতই একত্রিত হবে, এই কণ্ঠস্বর ততই শক্তিশালী হবে, বিজেপি ও আরএসএস-এর পক্ষে দমন করা ততটাই কঠিন হয়ে পড়বে।'

মোট সংক্রমণ ৩.১৭-কোটির বেশি দেশে কোভিডে ৪.২৫-লক্ষাধিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৫৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪২২ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৮,৮৮৭ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৪,৯৫৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৮,৭৬০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৪৯,২৯৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩০,৫৪৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৫০৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৮,৭৬০ জন, ফলে এই মুহূর্তেশতাংশের নিরিখে ১.২৮শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৭.৮৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৭, ৮৫,৪৪,১১৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬১,০৯,৫৮৭ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪২২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৫,১৯৫ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৮৮৭ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩, ০৮,৯৬,৩৫৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ১১৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

কোভিড টিকাকরণে ফের রেকর্ড ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৬১.০৯-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতে ৪৭.৮৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৭,৮৫,৪৪, ১১৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬১,০৯,৫৮৭ জনকে।

ভারতে ৪৭.১২-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৬,৪৯,২৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৭,১২, ৯৪,৭৮৯-এ পৌঁছে গিয়েছে।

সূর্য্যাস্তের সাথে সাথেই আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হচ্ছে কৃষ্ণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ আগস্ট।। রাত হলেই ভয়। সেটা কিন্তু পিসাস আর ভূতের ভয় নয়। দিন যেমনি যাক না কেন রাতের সেই অন্ধকারে সারাদিনের পরিশ্রমের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। রাত জেগে শুধু পাহারা দিতে হয় বন্য হাতির তান্ডব থেকে নিজ নিজ পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য।

প্রতিদিনের মতোই রাতে বন্য হাতির দল তেলিয়ামুড়া মহাপ্রভু ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় দু'শটি এলাকায় তীব্র তাণ্ডব চালায়। তাতে গৃহস্থ ঘরবাড়ি এবং কৃষকের কৃষিজমির ফসল ব্যাপক ব্যাপক ভাবে নষ্ট হয়। দীর্ঘদিন ধরে বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিস্তীর্ণ এলাকা।বনকর্মীদের খবর পাঠানো হলেও সময় মতো বনকর্মীরা হাতি তাড়ানোর কাজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

খবরে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তরের অধীনে বালুছড়া ফুলবাসী দাসপাড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকায় সোমবার সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই বন্য দাঁতাল হাতির দল গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলা হয় গণেশ সেই গণেশ ওই এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন সব্জি ক্ষেত সহ বাড়িঘরে ধ্বংস লীলা চালায়। এতে করে কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন সব্জি নষ্ট হয়ে যায়।

এলাকাবাসী সূত্রে অভিযোগ, বনদপ্তর থেকে হাতি তাড়ানোর কাজের জন্য যে বাজি পটকা দেওয়া হয় সেগুলো গুণগতমানসম্পন্ন নয় এবং হাতি তাড়ানোর কাজে স্বল্প পরিমাণে বাজি পটকা দিয়ে কিছুই হয় না। তাছাড়া ওই এলাকার ফরেস্ট বিট অফিসার সময় মত ঘটনাস্থলে যায় না বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করে জানানো হয়েছে, বনদপ্তর থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে কোন হাতিয়ার ছাড়া। অনেকটা যেরম ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো।

অথচ রাতের পর রাত জেগে এলাকাবাসীরা পাহারা দিচ্ছে বন্যহাতির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেতে।

সেইসাথে বনদপ্তর থেকে হাতি তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত গ্রামীণ এলাকার ভলান্টিয়াররা অভিযোগ করে জানায়,,, বনদপ্তর থেকে তাদের যে পরিমাণে বাজি পটকা প্রদান করা হয় সেগুলো দিয়ে হাতি তাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাছাড়া প্রত্যেক হাতি প্রবণ গ্রামীণ এলাকায় ৫ জন করে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে।এই ৫ জন ভলান্টিয়ারের পক্ষে সমস্ত হাতি প্রবণ গ্রামীণ এলাকা গুলি থেকে সাধারণ মানুষ জনদের হাতির কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠেনা।

তবে ওই এলাকার ফরেস্ট বিট অফিসার টুটন দেবনাথের নামে এলাকাবাসী সহ গ্রামীণ এলাকার ভলান্টিয়াররা একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। উনার কর্তব্যের গাফিলতির কারণে।

তবে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের ঙ্গ.ছ টিম হাতি তাড়ানোর কাজে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে দিন থেকে রাত সর্বদা।

এখন দেখার বিষয় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হাতির তান্ডব থেকে এলাকা গুলি কে রক্ষা করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নাকি সারাদিনের পরিশ্রম মানুষেরা সারারাত জেগে পাহারা দিতে হবে নিজ নিজ পরিবার গুলিকে।

এক-ঘন্টার ব্যবধানে দু'বার ভূমিকম্প নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, কম্পাঙ্ক ৪.৩ ও ৪.৬

পোর্টব্লেয়ার, ৩ আগস্ট (হি.স.): এক-ঘন্টার ব্যবধানে পরপর দু"বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৪.৩ ও ৪.৬। মঙ্গলবার সকাল ৬.২৭ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পোর্টব্লেয়ার থেকে ২৪৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ কিলোমিটার গভীরতায়।

এরপর সকাল ৭.২১ মিনিট নাগাদ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ৭.২১ মিনিট নাগাদ অনুভূত হওয়া ৪.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্যাম্পবেল বে থেকে ২৩৫ কিলোমিটার উত্তরে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরতায়। পরপর দু"বার ভূকম্পনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মানুষজন। যদিও, ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর বান্দিপোরা এনকাউন্টারে নিকেশ পাক জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী। বান্দিপোরা জেলার চান্দাজি গ্রামের ঘটনা। ওই গ্রামেই লুকিয়ে ছিল পাক জঙ্গি বাবর আলি। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'সোমবার রাতে খবর পাওয়া যায় বান্দিপোরা জেলার চান্দাজি গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে পাকিস্তানি জঙ্গি বাবর আলি। সেই খবর পাওয়ার পর ওই গ্রামে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী।'

ডিজিপি আরও জানিয়েছেন, 'এর আগে গত ২৩/২৪ জুলাই শোকবাবা জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে নিকেশ করা হয়েছিল একজন পাকিস্তানি-সহ ৩ জন জঙ্গিকে, জঙ্গলে পালিয়ে যায় আরও একজন জঙ্গি।

ফি মুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মূল্যায়নের মাধ্যমে যেসব ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারেন আগামী পনের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের ফি মুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই অনুত্তীর্ণ একাংশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা চরম আকার ধারণ করেছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে রাজ্য সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ করে এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশ ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী ক্লাসের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

মাধ্যমিকে প্রায় ৮২ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৯১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী মূল্যায়নের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছে। যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তারা ও প্রয়োজনে পরীক্ষায় বসতে পারবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নেতৃবৃন্দ জানান তারা এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দাবি জানিয়েছেন যেসব ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য। এ ক্ষেত্রে ফি মুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নাকি আশ্বস্ত করেছেন বিষয়টি ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দেখা হবে।

কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রী একাংশের ছাত্র সংগঠনের উস্কানিতে বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ ও মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত বলে এবিভিপি নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পাহাড়ী জনপদে পানীয় জলের তীব্র সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এখনও পরিস্রুত পানীয় জলের সংকট রয়েছেন। সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার অর্থ মঞ্জুর করলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একাংশের কর্মকর্তাদের উদাসীনতায় অনেক ক্ষেত্রেই কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকের খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়ার গিরিবাসীরা তীব্র সংকটে পড়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এলাকাটিতে উন্নয়নের ছিটেফেঁটাও পড়েনি। বিদ্যুৎ ,পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের সমস্যায় জর্জরিত এলাকাটি। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়ায় উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। লাগতে শুরু করেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। রাস্তার সমস্যার ইতিমধ্যেই সমাধান হয়েছে। করা হয়েছে ইট সোলিং রাস্তা। রাস্তা হওয়ার ফলে গাড়ি চলাচল করতে পারে। পাশাপাশি দুইটি এলাকার পানীয় জলের সুবিধার জন্য তৈরি করাহয়েছে বিশাল ফিশারি।এই ফিসারির জল দিয়ে পানীয় জলের সমস্যা আপাতত দূরীকরণ করা হবে। এলাকায় করা হয়েছে দুটি বিশাল টেংকিও। এই টেংকি থেকে দুইটি এলাকায় পাবে পানীয় জল। ডিডব্লিউএস দপ্তরের উদাসীনতার কারনে এখন পর্যন্ত নির্মাণ হয়নি টেংকি গুলি। এখন পর্যন্ত এলাকায় জল সরবরাহ হয়নি। ডিডাব্লিউএস দপ্তরের কাজের গাফিলতির কারণে এখন পর্যন্ত এলাকার মানুষজনজদের ছড়া থেকে জল সংগ্রহ করে খেতে হচ্ছে। ছাড়াও এলাকার মানুষের স্বার্থে এই বিশাল ফিসারিতে মৎস্য দপ্তর ১৭০০০ মাছের পোনা খেলা হয়েছে। অবিলম্বে এলাকায় জলের ট্যাঙ্ক কে স্থাপন করে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এলাকার জনগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ দপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শান্তিরবাজারে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই উত্তর পাড়ার লোকজনেরা দীর্ঘ দিন ধরেই রাস্তাঘাট এর সমস্যায় ভুগছে। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই উত্তর পাড়ায় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ পরিবারের লোকজনের বসাবাস। এই এলাকায় দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে যাতায়তের জন্য রাস্তার অসুবিধায় ভুগছেন এলাকাবাসী। এলাকায় একটি ইটের সলিং রাস্তা রয়েছে সেটি ভগ্নদশায় পরিনত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই রাস্তা সারাইয়ের জন্য বিগত বাম আমলে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমান সময়েও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের জানিয়ে আশ্বাস ছাড়া কিছুই মিলেনি। এলাকাবাসী জানান, রাস্তার জন্য জোলাইবাড়ি ব্লক আধিকারিককে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে হতাশাগ্রস্থ হয়ে এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের দারস্তত হন। সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে এলাকাবাসী উনাদের দাবির কথা তুলে ধরেন। এলাকাবাসী জানান , উনাদের দাবী পূরন নাা হলে আগামীদিনে জাতীয়সড়ক অবরোধে বসবেন। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্লক আধিকারীক কি পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

সাংসদদের অধিবেশনের সময় সংযম বজায় রাখতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): শান্তি ফিরছেই না সংসদে। পেগাসাস, কৃষি বিল-সহ অন্যান্য ইস্যুতে বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই উত্তাল সংসদের উভয়কক্ষ। অধিবেশনের কাজ চলতে না দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার বিরোধীদের তুলোধোনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেঁধেন তৃণমূল সাংসদদেরও। তাঁদের আচরণকে 'সংসদের জন্য অপমানজনক' বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।পাশাপাশি বিরোধীদের বিক্ষোভ সত্ত্বেও যাতে সংসদের গরিমা বজায় থাকে তার জন্যই দলীয় সাংসদের ধৈর্য বজায় রাখতে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ বিজেপির সংসদীয় কমিটির অন্যান্য শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই দুই তৃণমূল সাংসদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন নরেন্দ্র মোদী। এমনটাই জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।

অধিবেশনের শুরুতেই তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাত থেকে কাগজ কেড়ে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, "দুই কক্ষেই বিরোধীদের আচরণ সংসদকে অপমান করছে। যিনি মন্ত্রীর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজের কাজের জন্য সামান্যটুকুও অনুতপ্ত নন।" শুধু শান্তনু সেন নন, প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে ডেরেক ও ব্রায়েনের কথাও। বলেন, "গতকাল এক তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন বিল পাশ সংক্রান্ত একটি টুইট করেন। যাঁরা সাংসদদের নির্বাচন করেছিলেন, এটা তাঁদের জন্য অপমানজনক।"

অনলাইনে পরীক্ষার দাবী নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষা অধিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।